



স্মার্ট সিটি নিউটাইউন জুড়ে এবার পড়ল ভোট বয়কটের পোস্টার। মঙ্গলবার জানা গিয়েছে, নিউটাইউনের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যেই পড়েছে এই পোস্টার। ...বিস্তারিত পাতা ৩



বন্দুক বোমা কিছুতেই পিছু ছাড়েছে না কোচবিহারের। বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে থেকে তাজা বোম উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



মহারাষ্ট্রের খুলে জেলায় হাইওয়ের ধারের একটি ধাবার ভিতরে ঢুকে পড়ল কন্টেনার ট্রাক। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬



মেয়েদের ক্রিকেটের রায়স্কিং প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। ওডিআই ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায় এক খাপ করে অবনতি ভারতের দুই তারকার। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ভোট মুখী দুই রাজ্যে বড় রদবদল, ২০২৪-এর প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং তাঁর আগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। তারই অঙ্গ হিসেবে বেশ কয়েকজন রাজ্য সভাপতিকে বদলও করল গেরুয়া শিবির। এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিরেন রেড্ডিকে তেলঙ্গানার দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কয়েকমাসের মধ্যেই তেলঙ্গানায় নির্বাচন রয়েছে। এই সিদ্ধান্তের অর্থ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে চলেছেন জি কিরেন রেড্ডি। দক্ষিণের আর এক রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশে দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামা রাও-এর কন্যা দাদ্ধিবাটি পুরানভেন্দুরীকে। আবার পঞ্জাবে দলের নতুন সভাপতি করা হয়েছে সাংসদ সুনীল কুমার জারারকে। গত বছর যে মতো কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বাড়খণ্ডে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলনেতা বাবুল্লা মারান্ডিকে দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। যে রাজ্যগুলিতে এই রদবদল করা হল, তার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানায় এক বছরের মধ্যে ভোট রয়েছে। আবার এই চারটি রাজ্য মিলিয়ে লোকসভার আসন সংখ্যা ৬৯। ফলে এই রাজ্যগুলিতে ভাল ফল করা ২০২৪-এ ফের ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি-র কাছে একান্ত জরুরি।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল বেঙ্গল এসটিএফ! ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ জুনঃ পিস্তল, কার্তুজ সহ প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হল বাংলা থেকে। বেঙ্গল এসটিএফ-এর অভিযানে মিলল বড় সাফল্য। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সেই অস্ত্রের ছবি প্রকাশ্যে এনেছে এসটিএফ। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানা এলাকা থেকে ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হয়েছে ৫টি ৭ এমএম পিস্তল, ১০ রাউন্ড কার্তুজ, ৩টি সিঙ্গল শট পাইপ গান, ৮০ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ, ১০০ রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ। ভোটের আগে এভাবে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর পুলিশ জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া থেকে ওই বিপুল বোঝাইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে অভিযান চালিয়েছিলেন এসটিএফের ওই টিম। অস্ত্রের ব্যবসা করার অভিযোগে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁর নাম মহম্মদ সাদাম। এসটিএফ-এর ডিএসপি সুদীপ আচার্য জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই



এলাকায় তল্লাশি চালানো হয় মঙ্গলবার। প্রথমেই ধরা পড়েন মহম্মদ আমন। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে ব্যাগ ভর্তি অস্ত্র বের করে আনেন বলে জানিয়েছে এসটিএফ। ব্যাগের মধ্যেই ভরা ছিল পাইপ গান, পিস্তল, কার্তুজ। সঙ্গে সঙ্গে সে সব অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। বুধবার ওই ব্যক্তিকে আদালতে পেশ করা হবে। কোথা থেকে তাঁর কাছে এত অস্ত্র এল, সেটাই জানার চেষ্টা করবে এসটিএফ। তদন্ত চলছে তবে এই ঘটনার সঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন এসটিএফ-এর আধিকারিক। তিনি জানান, মাস কয়েক আগেও একই ভাবে অভিযান চালিয়ে ওই এলাকা থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

শুভেন্দু ও সুকান্ত লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, নারায়ণগড়, ৪ জুনঃ মঙ্গলবার ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের বাথরাবাদ জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন মাঠে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ওই নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, “মেদিনীপুর জেলা বিশ্রাসঘাতকদের বিশ্বাস করে না। এটা দার্শনিক, মনীষীদের জেলা, বিপ্লব আন্দোলনের জেলা, নেতাই ও নন্দীগ্রামের জেলা। এই জেলা কারো কাছে কোনদিন বশ্যতা স্বীকার করে না। তৃণমূল কংগ্রেস মাথা নত করবে না দিল্লির বাহিরাগতদের কাছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে আপনাদের ঋণ শোধ করবা।” সেই সঙ্গে তিনি বলেন, “কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পের আট হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে দেয়নি। বাংলার বকেয়া পাওনা ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। ১০০ দিন প্রকল্পের বকেয়া টাকা কেন্দ্র দেয়নি, আবাস যোজনা প্রকল্পের টাকা দু বছর দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে না পেরে ইডি, সিবিআই ও বিচার ব্যবস্থার একাংশকে ব্যবহার করে খুব আনন্দে ছিল বিজেপি। এখন টিভিতে সমীক্ষার



ফল দেখে সেই আনন্দ আর বিজেপির মধ্যে নেই। বিজেপি ও নির্দল জিতলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত করবে। তৃণমূল কংগ্রেস জিতলে অধিকার ফেরত পাবেন। নির্দলদেরও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। নির্দলদের নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “নির্দল প্রার্থীরা তৃণমূলের কেউ নয়, এদের কথা বিশ্বাস করবেন না। এরা দলে ফিরবে না কোনদিন।” তাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন যে, “শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত গুজুমদার লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। বিজেপি ও তার জোট সঙ্গীরা দেশের বারোটি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। সেখানে এক হাজার করে টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে দিয়ে দেখাক। আসলে বিজেপি মুখে বড় বড় কথা বলে

কিন্তু কোন কাজ করে না। যারা আপনার অধিকারের টাকাকে আটকে রেখেছে তারা কি আপনাদের অনুদান দেবে।” সেই সঙ্গে তিনি সর্বস্তরের মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান জানান এবং তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে ছিল আছে আগামী দিনেও থাকবে।

জামিন পেতে মরিয়া, পার্থর হয়ে সওয়াল ইডি-রই প্রাক্তন আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ জামিন পেতে মরিয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এবার ইডি-র প্রাক্তন আইনজীবীর দ্বারস্থ হলেন তিনি। ইডি-র প্রাক্তন আইনজীবী আর সামসুদ্দিন ইতিমধ্যেই পার্থর জামিনের পক্ষে আলিপুর আদালতে সওয়াল করেছেন। আগামী দিনেও তিনি পার্থর জামিন মামলার শুনানিতে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, ২০১৪-২০১৮ সালে ইডি-র আইনজীবী ছিলেন সামসুদ্দিন মুস্তাফি কোর্ট, হাইকোর্ট-সহ বিভিন্ন আদালতে সওয়াল করেছেন তিনি। সেই সূত্রে ইডি-র তদন্তের ধরন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আইনজীবী মহলের

পারে, অভিজ্ঞতায় সেই সম্পর্কেই একটা ইঙ্গিত পেতে পারেন আইনজীবী। তাঁর সওয়াল-জবাবে জামিন পেতে অনেকটাই সুবিধা হতে পারে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। জানা যাচ্ছে, চার বছর ধরে আইনজীবী সামসুদ্দিন ইডি-র আইনজীবী হিসাবে কাজ করেছেন। একাধিক অভিযুক্তের জামিন আটকেছেন। দীর্ঘদিন তিনি ইডি-র সঙ্গে যুক্ত। এর আগে দেখা গিয়েছে জামিন চেয়ে রীতিমতো বিচারকের সামনে কেঁদে ফেলেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, আমাকে জামিন দিন। আমার শরীর আর দিচ্ছে না। তবে বারবারই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে আদালতে সওয়াল করা হয়েছে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি পুরোটিই সুপরিকল্পিত। আর তাঁর মাথায়



মতে, যে তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী, তাকে যদি অভিযুক্তের তরফে দাঁড় করানো হয়, তাঁর কথার মারপ্যাঁচ অনেকটাই আলাদা হবে। কারণ তিনি তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের ধরন সম্পর্কেই সমাকভাবে অভিজ্ঞ। ইডি-ভবিষ্যতে পার্থকে কী ভাবে, তাঁকে কোনও পথে চাপে রাখতে

রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং। আইনজীবী দাবি করেন, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পার্থর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে তাদের হাতে। গত বছর ২৩ জুলাই নাকতলার বাড়িতে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ। তারপর থেকেই তিনি বাড়ি ফিরতে সচেষ্ট। কিন্তু জামিন কি মিলবে?



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ গত এক বছর ধরে মোটা টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ সামনে এসেছে। ধরা

পড়েছেন নেতা, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আর এবার সেই অভিযোগ একেবারে হাইকোর্টের অন্তরে। যে আদালতে প্রতিনিয়ত

বাংলার হিংসা ‘ছোট ঘটনা’, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, জানালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে ‘অশান্ত’ বাংলা। অন্তত বিরোধীদের বক্তব্য সেটাই। রাজ্যে ইতিমধ্যেই হিংসার বলি হয়েছেন ১৬ জনের। মনোনয়ন পর্ব থেকেই শুরু হয়েছে অশান্তি, বোমাবাজি, গুলিচালনার ঘটনা। তারপরও রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য বলছেন ‘ছোট ঘটনা। হিংসার ঘটনা কম ঘটছে।’ তাঁর বক্তব্য, হিংসার ঘটনা এখনও অনেকটাই কমেছে। বড় করে দেখানো হয়। আপনার কী সত্যিই মনে হয়, বাংলার হিংসা হচ্ছে? বাংলায় ২-৩টি ঘটনা ঘটেছে, তাতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে।” মঙ্গলবার বাংলার ডিজি বৈঠক করেন ঝাড়খণ্ডের ডিজিপি হরিশ্বর ক্রাইম নিয়েও আলোচনা হয়। তারপর সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিজি। তাকে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসা নিয়ে প্রশ্ন করা

পুলিশের ডিজি, প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরাই। রাজ্য পুলিশের ডিজির বক্তব্য, “রাজ্যের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এখানে অনেক বেশি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু বাংলার অনেক ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখানো হয়। আপনার কী সত্যিই মনে হয়, বাংলার হিংসা হচ্ছে? বাংলায় ২-৩টি ঘটনা ঘটেছে, তাতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে।” মঙ্গলবার বাংলার ডিজি বৈঠক করেন ঝাড়খণ্ডের ডিজিপি হরিশ্বর ক্রাইম নিয়েও আলোচনা হয়। তারপর সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিজি। তাকে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসা নিয়ে প্রশ্ন করা



সার্কিভাবে আলোচনা হয়। সেখানে সাইবার ক্রাইম নিয়েও আলোচনা হয়। তারপর সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিজি। তাকে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসা নিয়ে প্রশ্ন করা

হয়, তখন তিনি বলেন, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ২-৩টি ছোট ঘটনা ঘটেছে। সেখানে কিছুটা সংবাদমাধ্যমকেও কাঁঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। রাজ্য নিত্যদিন অশান্তির খবর আসছে। বাসন্তীতে গত শনিবারই গুলিবর্ষা হয়ে মৃত্যু হয়েছে শাসকদলের কর্মী। রবি ও সোমবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনাত্তে গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী, নিতা রাজ্যের কোনও কোনও প্রান্ত থেকে বোমাবাজি, গুলিচালনার খবর মিলছে। তার নেপথ্যে গোষ্ঠীকোন্দলই থাক কিংবা শাসক-বিরোধী সংঘর্ষ। তবে রাজ্য পুলিশ

যে হিংসা দমনে কতটা সক্রিয়, তা নিয়ে খোদ প্রশ্ন উঠেছিল আদালতেও। তারপরই রাজ্য পুলিশের ডিজি-র এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। পুলিশ শিক্ত্রয়তার অভিযোগে একাধিকক্ষেত্রে তুলতে দেখা গিয়েছে নিগূহীত কিংবা নিহতের পরিজনদেরও। বিজেপি নেতা সঞ্জল ঘোষের বক্তব্য, “১৩টা পরিবারের সঙ্গে যা ঘটেছে, তারপরও তিনি কীভাবে বলতে পারলেন এটা ছোট ঘটনা? পুলিশ সবক্ষেত্র মানুষের কী ধারণা হবে? বোমা পড়েছে, আর পুলিশ বলছে কোথায় বোমা পড়ছে? ওই যে মন্ত্রী বলে দিয়েছে।”

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? অবশেষে এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ সিগন্যাল ভুলের কারণেই ২ জুন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দক্ষিণভারতগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। রেলের সের্বিক কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। মূলত সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের বিভিন্ন ভুলের জন্য মেইন লাইনের বদলে লুপ লাইনে ঢুকে পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। তবে কী কারণে এই সিগন্যালিংয়ে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ২ জুন সন্ধ্যায় ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে বাহানগা স্টেশনের অদূরে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাওড়া-চেন্নাই করমণ্ডল এক্সপ্রেস। মেইন লাইন ফাঁকা থাকার সত্ত্বেও, ভুলবশত লুপ লাইনে ঢুকে পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। ওই লুপ লাইনে



কামরা। সেই সময় পাশের ডাউন লাইন দিয়ে আসছিল যশবন্তপুর এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনের শেষভাগেও থাকা লাগে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অসংখ্য মানুষ, আহত হন হাজারের

অধিক যাত্রী। সিএসআর-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিগন্যাল মেরামতিতে ত্রুটি থাকার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সিগন্যাল

কারণেই ভুল ওয়ায়িং বা তারের সমস্যা হয়। আর তাতেই যাত্রীবাহী করমণ্ডল এক্সপ্রেস লুপ লাইনে ঢুকে পড়ে। হিংসার ঘটনা ঘটেছে কিনা, তা দেখা। কিন্তু তিনি সেই দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করেননি বলেই উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার এ এম চৌধুরী নিজের রিপোর্টে দাবি করেছেন, বিভিন্ন স্তরে সিগন্যালিংয়ের ত্রুটির কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। রিপোর্টে অনুযায়ী, সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন দফতরের কিছু গুলনের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তাই যাত্রিক গোলাযোগ্য হলেও তা মানুষের ভুলেই হয়েছিল।

‘বিচার’ পেতে এজলাস বদলের আবেদন অনুরত মণ্ডলের

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ এজলাস বদলের আবেদন জানিয়ে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে আবেদন অনুরত মণ্ডলের। রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের বিচারক রঘুবীর সিংয়ের এজলাস থেকে মামলা সরানোর জন্য পিটিশন দাখিল করেছেন অনুরত মণ্ডল। তাঁর দাবি, রঘুবীর সিংয়ের বেঞ্চে যথাযথ বিচার পাওয়া যাচ্ছে না। রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টের স্পেশাল সিবিসাইলি বিচারপতির রঘুবীর সিং। তাঁর এজলাসেই মূলত অনুরত মণ্ডল-সহ যাবতীয় গুরু পাচার মামলার শুনানি একসঙ্গে চলছে। অনুরত মণ্ডলের বক্তব্য, বিচারপতি রঘুবীর সিং নিরপেক্ষ নন। বিচারপতি সিং এমন কিছু মন্তব্য, এমন কিছু সময়ে করেছেন যা সমর্থনযোগ্য নয়। সেই কারণেই এজলাস বদলের আর্জি তাঁর।



তা জানতে চান স্পেশাল সিবিসাইলি বিচারপতি অরুণ ভরদ্বাজ। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির আইনজীবী নীতেশ রানাকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন স্পেশাল সিবিসাইলি

বিচারপতি। আইনজীবী নীতেশ রানা জানান, তিনি মতামত জানাতে চান। এর জন্য সময়ও চান তিনি। বিচারপতি মন্তব্য করেন, ১০ দিন সময় এর জন্য যথেষ্ট। পাল্টা ইডির আইনজীবী জানান, তাঁর আরও কিছুটা সময় দরকার। অনুরত মণ্ডলের আইনজীবী সম্পৃক্ত যোগ্য বলছেন, “আরও কম সময় দেওয়া হোক। কারণ, এ মামলার দ্রুত শুনানি প্রয়োজন।” ইডিকে মতামত জানানোর জন্য ১৪ দিনের সময় দিয়েছেন বিচারপতি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৯ শে জুলাই। এজলাস বদলের আবেদনের মামলার বিষয়ে গুরুপাচার কাণ্ডে যুক্ত অন্যান্য অভিযুক্তদেরও মতামত জানাতে বলা হয়েছে।

চেন্নাইয়ের হাসপাতাল থেকে ছুটি পেনেল স্ট্যালিন, ভর্তি হয়েছিলেন রুটিন চেকআপের জন্য



চেন্নাই, ৪ জুলাই : চেন্নাইয়ের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেনেল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মঙ্গলবার সকালে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলা হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে স্ট্যালিনকে। রুটিন চেকআপের জন্য সোমবারই চেন্নাইয়ের এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মঙ্গলবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।রুটিন চেকআপের জন্য সোমবার চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭০ বছর বয়সী স্ট্যালিন। শারীরিকভাবে অসুস্থ নন স্ট্যালিন, তিনি রুটিন চেকআপের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। চেকআপের পর মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

শ্যুটিং চলাকালীন আহত শাহরুখ খান



মুম্বই, ৪ জুলাই : হঠাি দুর্ঘটনার শিকার কিং খান । শ্যুটিং চলাকালীন গুরুতর আহত বলিউড ব্যাশা শাহরুখ খান । লস অ্যাঞ্জেলেস শ্যুটিং চলাকালীন আহত হন তিনি । মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেতা। গত কয়েকদিন ধরেই মার্কিন মুলুকে নিজের আগামী ছবির শ্যুটিং সারছেন শাহরুখ খান । শ্যুটিং করতে গিয়েই এদিন নাকে গুরুতর চোট পান তিনি । এরপরেই ডিউটিডি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে নাকে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর । আপাতত ভারতে ফিরে এসেছেন কিং খান ।এসআরকে লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি প্রজেক্টের শ্যুটিং করছিলেন এবং তখনই নাকে আঘাত পান । নাক থেকে তাঁর গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে এবং তক্ষণা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয় দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই এবং রক্তপাত বন্ধ করতে ছোট অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন আছে । অপারেশনের পর কিং খানকে নাকে বাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া যায় । তবে আপাতত দেশে ফিরে সুস্থ আছেন অভিনেতা ।

ঝাঁসিতে নামী শো-রুমে বিধ্বংসী আগুন, ভিতরে আটকে ঝলসে মৃত্যু চার জনের

ঝাঁসি, ৪ জুলাই :উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে একটি নামী শো-রুমে ভয়াবহ আগুন লেগে প্রাণ হারালেন ৪ জন। সোমবার ঝাঁসি জেলার সিপরি বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি শো-রুমে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে আগুনে পুড়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। আর এক জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার গভীর রাতে ভোরের এসএমপি রাজেশ এম জানিয়েছেন, সিপরি বাজার এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত রয়েছে এবং দোকানগুলি পুনরায় চেক করা হচ্ছে।পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, সিপরি বাজার এলাকায় তিনতলা একটি ভবনে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির শো-রুম রয়েছে। তিনতলা জুড়েই শো-ক্রমটি সাজানো। পাশেই রয়েছে একটি বেতার সনজ্ঞামের দোকানও। সোমবার শো-রুমে আগুন লাগার পর তা দোকানটিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্যস্ত সময়ে হঠা আগুনের কারণে শো-রুমের ভিতরে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। তারা আগুন নেভানো এবং আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের কাজ শুরু করে। উদ্ধারকাজে হাত লাগায় পুলিশও। টানা ১০ ঘণ্টার চেষ্টায় সিপরি বাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে বলে দমকল সূত্রে খবর।

কর্তব্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে ভারত, আগামী ২৫ বছর হতে চলেছে কর্তব্য কালঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই :ভারত নিজস্ব কর্তব্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। স্বাধীনতার আগামী ২৫ বছর আমাদের কর্তব্য কাল হতে চলেছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ডিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অত্রপ্রদেশের পুট্টাপারথিতে সাই হীরা গ্লোবাল কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের দেশে সন্তদের প্রায়শই প্রবাহিত জল হিসাবে বর্ণনা করা হয়, কাণথ সাধুসন্তরা কখনই তাঁদের চিন্তায় থেমে থাকেন না এবং তাঁরা



কখনও নিজেরের কর্ম দিয়েও থামেন না। নিরন্তর প্রবাহ ও নিরন্তর প্রচেষ্টা সাধকদের জীবন।প্রধানমন্ত্রী মোদী

আরও বলেছেন, আমি এই কনভেনশন সেন্টারের ছবি দেখেছি। এটি আধ্যাত্মিক সম্মেলন এবং

একাডেমিক কর্মসূচির কেন্দ্র হবে। সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা এখানে আসবেন এবং আমি আশা করি এই কেন্দ্র দেশের যুবকদের সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের কর্তব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের দিকনির্দেশনাও রয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংকল্পও রয়েছে। এর মধ্যে উন্নয়ন আছে এবং উত্তরাধিকার আছে। আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং এজি-র মতো ক্ষেত্রে বড় দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। বর্তমানে বিশ্বে যত রিয়েল-টাইম অনলাইন লেনদেন হচ্ছে, তার মধ্যে ৪০ শতাংশ শুধুমাত্র ভারতেই ঘটছে।

রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গাছ বাঁচাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়া: ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলির প্রচার তুঙ্গে।নন দফরজের নির্দেশকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে গাছে গাছে পেরেক সেঁটে নির্বাচনী ফ্লেক্স টাঙিয়েছে। এছাড়াও বসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা কর্মিটি তাদের পূজা অনুষ্ঠান,অন্যান্য অনুষ্ঠানের তাদের প্রচার,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান,নাসিং হোম,প্যাথলজি সেন্টার,পলিক্লিনিক সেন্টার,ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তাদের প্রচারে গাছে গাছে পেরেক সেঁটে ফ্লেক্স,হোডিং টাঙিয়ে রেখেছে। দেখা যাচ্ছে পেরেক সাঁটা গাছ গুলো আশ্চে আস্তে মরে যাচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে গাছ বাঁচানোর বার্তা নিয়ে চেতনাতা শিবির অনুষ্ঠিত হল আমতার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।গাছ পরিবেশ ভারসাম্য হারাকে। নগরোন্নয়নের জন্য গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।কিছু অসাম্য ব্যবসায়ী চোর পথে গাছ কেটে ফেলছে। মানুষের অমানবিক অত্যাচারে গাছ মরে যাচ্ছে।এর ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে। এই কারণে মানুষ নানান



দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হচ্ছে।ছোট বেলো থেকেই গাছের প্রয়োজন, গাছের গুরুত্ব,গাছ কে ভালোবাসা,গাছ রোপণ ও গাছ কে বাঁচানোর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের সচেতনতার ক্লাসের ব্যবস্থা করল প্রাণীম হাওড়া জেলার আমতা ১ নং রকের অন্তর্গত সোনামুই সাবালয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অরুণ কুমার পাত্র বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের জন্য এই অভিনব ক্লাসের আয়োজন করে ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র বলেন, গাছ আমাদের জীবন,পরিবেশে গাছের প্রয়োজন ও

গুরুত্ব বোঝাতে বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের আলাদা করে ক্লাস নেওয়ার আয়োজন করেছে। অন্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গাছের প্রতিটি অংশ দেখিয়ে পড়ুয়াদের বোঝানো হচ্ছে।কচি কাঁচা পড়ুয়ারা অন্বীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে গাছের বিভিন্ন অংশ গুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।আর উৎসাহ ও বাড়ছে পড়ুয়াদের মধ্যে ।প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, ' আমরা জানি গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়,ভূমিক্ষয় রোধ করে, পাখিদের থাকার জায়গা দেয়,প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে পথচারীরা

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল অনেকটাই, দিল্লিতে মূল্যবৃদ্ধির পর ১,৭৮০ টাকা

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই :বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম একধাপ্পায় অনেকটাই বাড়ল। তেল বিপণন সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৭ টাকা বাড়িয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি ফলে দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে

১,৭৮০ টাকা। আগে দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ছিল ১,৭৭৬ টাকা। বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বালেও, গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।মঙ্গলবার থেকেই ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম ৭

টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেল বিপণন সংস্থাসুলি। এর আগে গত মাসে হোটেলের রান্নার জন্য ব্যবহৃত বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৮৬.৫০ টাকা কমেছিল জুন মাসে। এই মাসে তা আবার কিস্তি বাড়ানো হল। বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই

এই দম পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতায় মঙ্গলবার থেকে ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম হল ১৮৮.২৫০ টাকা। গত মাসে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমে হয়েছিল ১৮৭.৫৫০ টাকা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৬ ডলারের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই :অন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ঠানানামা অব্যাহত রয়েছে। আজও ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম উল্লিটপ্রতি প্রতি প্রায় ৭৬ এবং ডব্লিউটিএই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারের কাছাকাছি। ফলে মঙ্গলবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন

সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে

কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে একনজরে হাওড়া জেলা

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়াঃআগামী ৮ই জুলাই রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়,রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের ৭৩,৮৮৭ টি আসনের মধ্যে ৯০১৩ টি আসনে নির্বাচন হবে না। এর মধ্যে হাওড়া জেলায় ৩,১০২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে ৭১৭ টি,৪৭০টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনের মধ্যে ৯৮ টি আসনে নির্বাচন হবে না।হাওড়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, হাওড়া শহর এলাকার ডোমজুড় রুকের বাকড়া ১, বাকড়া ২, ও বাকড়া ৬ গ্রাম পঞ্চায়েত।প্রাচীর হাওড়া জেলার বাগনান ২ নং রকের ওড়ফুলি, চন্দ্রভাগ ও শরচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত। আমতা ১ নং রকের ভান্ডারগাছা, চন্দ্রপুর, কানপুর, বসন্তপুর, আনুলিয়া, খোশালপুর ও বালিচক গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেয়েছে।এর মধ্যে শহর হাওড়ার বাকড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত,প্রাণীম হাওড়া জেলার বালিচক ও চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীরা একটি আসনে ও প্রাণী দিতে পারে নি।এর পাশাপাশি প্রাণীম হাওড়া জেলার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেয়েছে। আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯ টি আসনের মধ্যে ২২ টি আসনে বিরোধীরা কোনো প্রার্থীই দিতে পারে নি। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়া জেলাতে মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ৩,১০২ টি। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৭,৩৬৬ জন।যার মধ্যে ৮৮৬ জন নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে তাদের নিজস্বের ভাগ্য পরীক্ষা করবেন।যদি ও ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১১৭ জন জয়ী

হয়েছেন।৪৭০ টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী হয়েছেন ১,২৫৩ জন।যার মধ্যে ১৫ জন নির্দল প্রার্থী হিসাবে তাদের নিজদের ভাগ্য পরীক্ষা করলেন। ইতিমধ্যেই ৯৮ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।হাওড়া জেলা পরিষদের মোট আসন ৪২ টি।যার মধ্যে ১৭৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।নির্দল রয়েছেন ১২ জন। জেলা পরিষদ আসনে কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় নি। আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির ২৩ নং আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী দিলুয়ার হোসেন মিন্দা। তিনি হাওড়ার দ্বীপাঞ্চল ঘোড়াবেড়িয়া - চিনান গ্রাম পঞ্চায়েতের মীরগ্রাম,বেড়াল,নিগনান এলাকা থেকে জয়ী হয়েছেন।জানা যায়,২০১৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়ে সমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হয়েছিলেন।২০২০ সালে তৎকালীন সহ সভাপতি খায়রুল হকের মৃত্যুর পর তিনি আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি হয়েছিলেন।সহ সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী চিহ্নটি পায় নি । মনোন্নয়ন পরের শেষ দিনে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন প্রা্ত্র জমা দেন।প্রত্যাহারের সময় পার হওয়ার পর দেখা যায়, দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন মিথ্যা।আর স্বেচ্চ প্রার্থীর স্ব্ব্চিহ্নিনিতে ভুল থাকার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। তাই আইনানুযায়ী দিলুয়ার হোসেন মিন্দা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন।কি কারণে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর নাম মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পরও ছিল

না তাই জানা যায় নি। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন নাকি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তা জানা যায় নি।হাওড়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি রেকর্ড বলে রাজনৈতিক মহলের অভিত। এই প্রসঙ্গে দিলুয়ার হোসেন মিন্দা বলেন, ' দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন থাকলে আমি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতাম। কিন্তু দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন না থাকার কারণে আমি নির্দল প্রার্থী হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছি। তবে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে ভোট মর্দানো আছি।আমতা ১ নং রকের ৩৯ টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনের মধ্যে ২২ টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়ে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন রুকসানা বেগম (চন্দ্রপুর),সালমা সুলতানা (চন্দ্রপুর),সেখ আক্রাম হোসেন (চন্দ্রপুর), মল্লিকা হাজার (ভান্ডারগাছা),শুভজ্যোতি পোডেল (ভান্ডারগাছা),গঙ্গা যুকু (ভান্ডারগাছা),সুমিত্রা ভর মাইতি(উদং ২), আরজিনা খান(উদং ২),শাবরী দীগের (কানপুর),নাসিম তরফদার (কানপুর),অর্ণা সাহা(বসন্তপুর), দীপঙ্কর সাউ (বসন্তপুর), কাজী সফিকুর রহমান (বসন্তপুর),সুর্ণার্ণা চ্যাটার্জী (বালিচক),নারায়ণ কার্তার (বালিচক),পূর্ণিমা দলুই (বালিচক),রু.সহিয়া। মিন্দা (খোশালপুর), ধনঞ্জয় বাবু(লি (আনুলিয়া)।হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই

কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমাতে একাধিক স্থানে কন্ট্রোল রুম ও তার যোগাযোগ নান্দার ০৩৩-২৬৪১-৩৬৩৬। হাওড়া জেলা জুড়ে আরও ১৬ টি কন্ট্রোল রুম থাকলেও হাওড়া ও উলুবেড়িয়া মহকুমার যোগাযোগের নান্দার ৬২৯২৩১৭৯০৩ ও ০৩৩-২৬৬১-৩১৩৩।বালি- জগাছা রুকের মুখ্য আধিকারিক ৮৯১০৫৯০৮২০ডেমজুড় রুকের মুখ্য অধিকারিক ৯৮৩৬০৪৪৯০৫, জগবল্লভপুর রুকের মুখ্য অাধিকারিক ৯০৪৬৪২৮৯২৭, আমতা ২ নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৯০০২৯০৩৭৩৩, বাগনান ১ নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৬২৯১৫১০৫৫০, বাগনান ২ নং রুকের মুখ্য অাধিকারিক ৯০৭১৬৩৮৬৭৪সারাইল রুকের মুখ্য অধিকারিক ৯৯০৩৪৬৬৫৪০, আমতা ১নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৯০৪৬৪২৮৯২৭, আমতা ২ নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৯০০২৯০৩৭৩৩, বাগনান ১ নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৬২৯১৫১০৫৫০, বাগনান ২ নং রুকের মুখ্য অাধিকারিক ৯০৭১৬৩৮৬৭৪সারাইল রুকের মুখ্য আধিকারিক ৯৯০৩৪৬৬৫৪০, আমতা ১নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৯০৪৬৪২৮৯২৭, আমতা ২ নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৯০০২৯০৩৭৩৩, বাগনান ১ নং রুকের মুখ্য আধিকারিক ৬২৯১৫১০৫৫১। হাওড়া জেলা শাসকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এই নান্দার গুলিতে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে। এই নান্দার গুলো নির্দিষ্ট রুকের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল রুমের নান্দার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

দিল্লিতে অমিত শাহ সকাশে পুষ্কর ধামি, কানওয়ার যাত্রা-সহ নানা বিষয়ে বার্তালাপ উভয়ের মধ্যে



নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রি ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সোমবার গভীর রাতে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন পুষ্কর সিং ধামি। কানওয়ার যাত্রা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কানওয়ার যাত্রা সংক্রান্ত প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করেছেন পুষ্কর ধামি, এছাড়াও জেঙ্গীমঠে পুনর্বাসনের কাজ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন তিনি।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আশেপাশে,রান্তার পাশে গাছ বসিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবেন।আমরা নিজেরা গাছ কাটবো না, অন্যদের ও গাছ কাটতে দেব না। গাছের গায়ে পেরেক সেঁটে প্রচুর বাধা দেবা।গাছ বাঁচানোর বার্তা। আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবা।শিক্ষার দ্রষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত ' সোনামুই সাবালয় বিদ্যালয় ' এর প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র বলেন, আজকের পাঠ গ্রহণ করে এই বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়ারা বুঝতে পারল এই সকল উপকারের জন্য গাছ আমাদের প্রাণ।তাঁই গাছকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের মহান কর্তব্য ' সোনামুই সাবালয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এহেন ক্লাসের ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিভাবক -অভিভাবিকা সহ গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষকের প্রশংসা করছেন।

বেশ কয়েকটি দল এনডিএ-তে যোগ দিতে চায়, এনসিপি-র মাধ্যমে তা শুরু হয়েছে ঃঅনুরাগ ঠাকুর



নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এনডিএ-তে যোগ দিতে চায়, এনসিপি-র মাধ্যমে তা শুরু হয়েছে। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেনছেন, আমার বিশ্বাস, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় এনসিপি-র যোগদান রাজ্যের উন্নয়নে সাহায্য করবে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে, এই রাজনৈতিক দলগুলি এনডিএ-তে যোগদান করে দেশের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সরকার প্রদান করবেন।দীর্ঘ ৭৫ বছর পর জন্মু ও কাশ্মীর নিজস্ব অধিকার ফিরে পেয়েছে বলে মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ৭৫ বছর পর জন্মু ও কাশ্মীর নিজস্ব অধিকার ফিরে পেয়েছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করাই বৃষিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জন্মু ও কাশ্মীর পরিদর্শনকারী পর্যটকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য দেখাচ্ছে যে, পাথর নিক্ষেপের ঘটনাও জন্মু ও কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বীরভূমের প্রান্তিক আদিবাসী মহিলা দের জীবন জীবিকার উন্নতিকল্পে নিরলস প্রয়াস জারী



বীরভূম,৪জুলাইঃবীরভূমের প্রান্তিক আদিবাসী মহিলা দের জীবন জীবিকার উন্নতিকল্পে ভারতীয় কৃষি অন্সন্সদান পরিষদ এর অধীন ব্যারাকপুর স্থিত কেন্দ্রীয় অন্তরস্থলিও মৎস্য গবেষণা সংস্থা ২০১৯ সাল থেকে নিরলস প্রয়াস জারী করেছে। নিদেশক দ্বুত্ব বসন্ত কুমার দাস এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই আশ্চিনিকেতনের এর রথীন্ড কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আন্তরিক সহযোগিতায় ২৫ জন প্রান্তিক উপজাতি মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে রঙিন মাছ চাষের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে , সাথে সাথে হাতে কলমে সামগ্রী গুলোর প্রভাবিত অঞ্চলের প্রান্তিক মহিলা নিজদেরের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এক ধাপ অগ্রসর হতে পারে রঙিন মাছের চাষ, বিকাশ ও বাজারজাত করণের মধ্যে দিয়ে। অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে শান্তিনিকেতনের বিমূর্ত আবহে রথীন্ড কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিমণ্ডলেএই প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করে নিজদের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম করা এই প্রান্তিক মহিলারা পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অনাগ্রসর জন জাতি মহিলাদের ও স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃষ্টিান্ত স্থাপন করবেন, তবেই কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণার সংস্থার এই অনন্য প্রয়াস সফল ও সার্থক হবে, গ্রামীণ ভারতের অগ্রগতির জন জাতির অর্থনৈতিক বিকাশের পথ ও আরো সুগম ও সুস্থির হবে, এটাই আশা ।

জামিনে মুক্ত আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন

হাইলাকাদি (অসম), ৪ জুলাই : ছয়দিন পর যোলা আকাশের নিচে এনেনে আইইউডিএফ নেতা অলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী। হাইলাকাদির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত মঙ্গলবার নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন।ব্তমানে হাইলাকাদি সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে চিকিাসাধীন রয়েছেন বিধায়ক নিজাম উদ্দিন। জনৈক ব্যক্তিকে মারপিটের অভিযোগে গত ২৮ জুন অলগাপুরের বিধায়ক চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর পর তার ব্লাড সুগার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁকে অসামরিক হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছিল।

’’মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি’’-র মুক্তির অপেক্ষায় মুম্বই, ৪ জুলাই : বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার একসঙ্গে দেখা যাবে জাহ্নবী-রাজকুমারকে। মুক্তির পথে জাহ্নবী-রাজকু্‌মার অভিনীত ’’মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি’’ সিনেমা। ’’ধর্ম্য প্রোডাকশন’’-র অফিসিয়াল ইন্সটাগ্রাম হ্যাণ্ডলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে ছবির মুক্তির তারিখ। এই ছবি মুক্তি পাবে ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,৫জুলাইঃবিবার, ১৯ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৯ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৯ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ আষাঢ়মাস ১৯৪৪,মৈতৈঃ১১ শজিবৃ, আনামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১ঃ৬৫(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃঘণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০ঃ৪ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৬ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩ঃ২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ৫ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১ঃ০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪ঃ৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত।গ্রহ্‌ক্ষুটি (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২ঃ৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫ঃ২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭ঃ৫৩৮ (২৩) ২ পদবৃশঃ ০২২ঃ২৫ (১) ১ পদবৃশ্‌ক্ষতিঃ ১০২ঃ৯ঃ২২ঃ৬ (২৫) ৫ পদশুক্রঃ ১০৮ঃ১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২ঃ৫ঃ৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২ঃ৭ঃ৫ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২ঃ৭ঃ৫ (১৬) ৪
আবহাওয়া
বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এডিগ্রী সেল্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আংশিকচ্চ আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার-সলফট ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০ মিনিট হতে। ভাটা-সলফট-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৫ টা ১৬ মিনিটে
রাশিফল
মেঘরাশিঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃষত রাশিঃআপনার অভদ্র আচরণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ নষ্ট করতে পারে।সংসারে শান্তি হবে মিথুন রাশিঃকিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোমুগ্ধ হবেন না বরং আকান্ধিত ফল পেতে কষ্টোর পরিশ্রম করুন।। কর্কট রাশিঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যবোর সমরমুহত সমর্থনের ফলে আপনি কান্ধিত ফলাফল পেতে পারেন। সিংহ রাশিঃউচ্চ প্রেক্ষিতিরের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্দাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারানেন না। সংসারে শান্তি হবে কন্যা রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খোলাখুলো সংক্রান্ত জ্রিয়াকলাপ এবং বহিঃরের অনুর্তা অনড়ত্ব থাকা উচিত। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে।। বিবাহের যোগ হবে আজ তুলা রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভদিন। আর্থিক ব্যয় হবে আজ বৃশ্চিক রাশিঃআপনার ব্যাধি অসুখীরা কারণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফির

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১৫ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ আষাঢ়, ১৪৩০

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে। বাম দল এখন একজেট হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। আগে বাম দলের নেতারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ তাদের তখন তরুণ সংগঠন শক্তিশালী ছিল না। তরুণ সংগঠন শক্তিশালী না হওয়ার ফলে বাংলা বাম শক্তি ক্রমশ পিছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। বাম দলের বহু নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসে প্রবেশ করার ফলে বামপন্থায় বিশ্বাসী তরুণরা তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে। রাজ্যে শাসক দলের যুব সংগঠন ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার ফলে জেলা সতের বাম দলের যে তরুণ সংগঠন ছিল তা ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। তার ফলে বাম দল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এবারে বাম দল অধিক শক্তি নিয়ে ময়দানে

নেমে পড়েছে। দলের নেতারা এখন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষক এবং অগ্রহায় পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে গ্রামাঞ্চলে আবার নতুন করে বাম শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। কবেদাস বরাবরই কৃষকদের পাশে থেকেছে। কিন্তু তারা বাংলায় শক্তিশালী হতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাদের তরুণ সংগঠন খুবই দুর্বল। তরুণরাই দলকে চাঙ্গা করে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণ সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। তার ফলে তারা এখনও পর্যন্ত রাজ্যে শক্তিশালী দল হিসাবে পরিগণিত। এবারে কিন্তু বাম দল তাদের তরুণ সংগঠনকে চাঙ্গা করতে পেরেছে। তার ফল সিপিএম দলের ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর তরুণ সদস্যরা পঞ্চায়েত প্রার্থী হয়েছে। তারা বাম দল এবং আগের রাজনীর দিক পরিবর্তন করে দিকে চেষ্টা করছে। বাম দল যাতে বাংলারয় আবার তাদের হাতগৌরব ফিরে পায় তার দিকে খোয়াল রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বাম দলের একজন নেতা বলেছেন বাংলার বাম দলের সরগ্রাম শুরু হয়েছিল গ্রাম থেকে। সেই বাম দল এবার গ্রাম থেকে নতুন করে অগ্নিজেন সংগ্রহ করে শহরের এসে উপস্থিত হবে। বাম দল আগে গ্রামাঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত থাকবে। তারপর বাম দল শহরের দিকে তাকাবে। এখন শহরের দিকে বাম দলের নেতারা বেশি করে নজর দেওয়ার পাচ্ছেন না। এদিকে সংসদীয় ভোট যাতে বাম দলের বৃদ্ধি পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেছেন অতীতে বাম দলের গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা চাই। সেই কারণে আজকে বাম দলের তরুণরা রাজ্য নিয়ে প্রচার করতে শুরু করেছে। কংগ্রেস দলের কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও কংগ্রেস এবারে মূর্শিদাবাদে এবং মালদায় ভালো ফল করতে পারে বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। মূর্শিদাবাদের অধীর চৌধুরী বলেছেন তারা ভালো ফল এই গ্রামাঞ্চলে করবে। মূর্শিদাবাদের পঞ্চায়েত এলাকাগুলি কংগ্রেস দখল নিতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আদম সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা আগেকার পঞ্চায়েতে নেতাদের থেকে বাছাই করে প্রার্থী করেছে। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এবারে তাদেরকে প্রার্থী করা হয়নি।

সুযোগ নিচ্ছে ভারত

ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। এদিকে চিন যেভাবে ভারত বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুবই ক্ষুব্ধ চিনের ওপরে। সেই কারণে চিনের তিন বারের চেয়ারম্যান শি জিনপিংকে একবারের জন্যও মোদি অভিনন্দন জানাননি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে চিন প্রতিবেশী দেশ হয়েও তাদের কমিউনিস্ট সম্মেলনে গালওয়ানকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তার ফলে ভারত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন আগামি দিকে গালওয়ান উপত্যকায় আবার নতুন করে হামলা করবে। চিনের শত্রু দেশ এখন ভারত। আমেরিকা নয়। সেই কারণে গালওয়ানে ভারত চিনা সেনাদের হাতাহাতি নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ করে চিন তাদের কমিউনিস্ট সম্মেলনের সদস্যদের দেখিয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে শি জিনপিংয়ের রাজনৈতিক কৌশল। ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান জঙ্গিদের চিন সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যাতে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত না হতে পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি ভারত যাতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য না হতে পারে তার চেষ্টা করছে চিন সরকার। এদিকে ভারতের সঙ্গে রাশিয়া এবং জাপানের বন্ধুত্ব থাকায় চিন কোনও রকমভাবে সুবিধা করতে পারছে না। অরুণাচল প্রদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং দালাই লামার বৈঠক নিয়ে চিন বিরক্ত প্রকাশ করেছে। দালাই লামাকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে তিব্বতে ভারত উৎসানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বলে চিন বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ভারত থেকে বলা হয়েছে তিব্বত, কৈলাশ এবং মানাস সরোবর ভারতের একটি অংশ ছিল। ভারতের মহাকাব্যে এবং পুরাণে তিব্বতের উল্লেখ রয়েছে। এই সব অঞ্চলগুলিকে ভারতবাসীরা মনে করে যে তাদের দেবীর বসবাস স্থান। হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। এসব পুরাণ গ্রন্থগুলির বয়স কয়েক শো বছরের প্রাচীন। চিন ভারতের পুরাণ গ্রন্থকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন চিন দেশের পণ্ডিত ফাহিয়েন এবং ফিউয়েন সাং। তাঁরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান চিন সরকার তাদের ইতিহাস থেকে এই সব অধ্যায় একেবারে বাদ দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তারা এখন বাজার অর্থনীতির কথা বলে। ভারত চিন সংস্কৃতির কথা একেবারে বলে না। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বিমর্ষ করতে চিন সব সময়ে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের চিরকালের প্রিয় বন্ধু রাশিয়া ভারতের পাশে থাকার ফলে চিন সাহস করতে পারছে না। তবে চিন অপেক্ষা করে রয়েছে সুযোগের। একটু সুড়যোগ পেলেই চিন ভারতের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



যে শাস্ত্রী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসব। বৌমা আসলে তার আশ্তে আশ্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতে, ঈশ্বরকে এক মনে ভাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আঁহিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকবে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি সাধতে শুরু হবে। যিনি দান করেন তাঁর দান কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

‘সঙ্গীতের জাদুকর ছিলেন মান্নাদা’ : লতা মঙ্গেশকর

বিশেষ প্রতিবেদক

মাম্মা দে’র জন্মদিন চলে গেল।

কেউই তাঁর নামে কোনও অনুষ্ঠান করেছে কিনা জানা নেই। মাম্মা দে’র কাঁকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে (কানা কেক্ট) বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই গান শেখাসঙ্গীত শিল্পী মাম্মা দে’র। মাম্মা দে’র জন্মদিনটা ঢাকা পড়ে যায় সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনের জন্য। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে সর্বত্র অনুষ্ঠান পালিত হয়। কিন্তু মাম্মা দে’কে নিয়ে কেনও অনুষ্ঠান পালন করা হয় কিনা জানতে পারা যায় না। তাঁর সিমলা বাড়িতে শুধু মাত্র তাঁর ছবিতে মালা দিয়ে কাজ শেষ হয়। এমনকী তার কন্যারাও অনুষ্ঠান করে পিতার জন্মদিন পালন করে না যা সন্দীপ রায় তাঁর পিতা সত্যজিৎ রায়ের জন্য করে থাকেন। মাম্মা দে একজন বড় গায়ক হয়ে তিনি শেষ জীবনে অসম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করেই আজকের প্রতিবেদন।

‘এই ভাই যারা দেখকে চলে, আগে ভি নেহি পিছে ভি, ডায়ে ভি নেই বায়ে ভি, উপার ভি নেই নিচে ভি’-‘মেরা নাম জোকার’ ছবির এই গানটি রাজ কাপুর আর কাউকে দিয়ে গাওয়ানোর সাহস দেখাননি। মুকেশকে দিয়ে তিনি বহু গান গাইয়েছেন। কিন্তু মাম্মা দে ছাড়া এই গানের আর কেউই চমক আনতে পারবে না সেটা কিন্তু দক্ষ পরিচালক রাজকাপুর বুঝতেন। সেই কারণে তিনি ‘মেরা নাম জোকার’ ছবির এই গানটি মাম্মা দে’কে সম্মানের সঙ্গে ভেঁকে নিয়ে তাঁর ছবিতে গাইয়েছিলেন।

পরিচালক রাজ কাপুর মাম্মা দে’কে খুব সম্মান দিতেন। তার একটি মাত্র কারণ গানের জাদুকর ছিলেন মাম্মা দে। সুরের আর একজন জাদুকর ছিলেন মুম্বইতে তিনি শতীন কর্তা। সবাই তাঁকে এসডি বর্মন সাহেব বলে জানতো। মাম্মা দে যখন মুম্বইতে তখন সেখ ানকার সিনেমা জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে বহু দক্ষ বাঙালি শিল্পীরা। তারা ছাড়া সেই সময়ে মুম্বইতে হিন্দি ছবি কিন্তু খুব না বলতে গেলেই চলে। এমনকী বহু টেকনিক্যাল দিকটাও বাঙালিরা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিত। যাটের দশকে আরডি বর্মন মেহমুদের ‘ভূত বাংলা’ে (১৯৬৫) সালের ছবিতে সুর দিচ্ছেন। সেখানে একটি গান ছিল ‘আও টুইস করে’। এই গানটি মাম্মা দে গেয়েছিলেন। ছবির প্রযোজক উশমান এই গানটি মাম্মা দে’কে দিয়ে গাওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আর ডি বর্মন সেই সময়ে বলেছিলেন, ‘আমি এই গানটি তৈরি করেছি মাম্মা দে’র জন্য। অন্য কাউকে দিয়ে এই গানটি গাওয়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি মাম্মা দে’কে দিয়ে এই গানটি না করান তাহলে আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে কাজ করা যাবে না। এটাই আমার পরিকল্পনা’।

আসলে দেববর্মন পরিবার মাম্মা দে’কে ভালোবাসতো। শতীন দেববর্মন মাম্মা দে’কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি মনে করতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে কোনও গান যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে মাম্মা দে গাইতে প্রস্তুত থাকতেন। আশ্চর্য ছিল তার

টেকনিক্যাল ভয়েস যা ঈশ্বর প্রদত্ত বলা যেতে পারে। গলার এতো বেশি কাজ ছিল মাম্মা দে’র যা তৎকালীন আর কারোর মধ্যে বেশি দেখা একেবারে অসম্ভব ছিল। ১৯৬৮ সালে আবার আর ডি বর্মন, মেহমুদ এবং মাম্মা দে আবার একটি ছবিতে মিলিত হলেন। সেই ছবির নাম ‘পরোসান’। এই ছবিতে একটি



গানটি কিশোর কুমারের সঙ্গে মাম্মা দে যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ‘আও ও টুইস করে’- গানটি প্রথম র‍্যাপ সং। আর ‘এক চতুর ন’ গানটি একেবারে ক্লাসিক্যাল। দুটি ভিন্ন স্বাদের গান। শুদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান থেকে শুরু করে আধুনিক গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল মিশ্রিত বহু গান গেয়েছেন মাম্মা দে। তিনি প্রায় কয়েক হাজার গান গেয়েছে

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। এমনকী তিনি নজরুল গীতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে মাম্মা দে নিজেই বলতেন, কবিগুরু গান তিনি বেশি গাইতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ধর্মী গলার জন্য। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। নজরুল সঙ্গীতের সুরে একটি আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন মাম্মা দে। নতুন আঙ্গিককে সঙ্গীত পরিবেশন করাই ছিল মাম্মা দে’র গলার কারকাজ। সারা জীবন তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে গিয়েছেন। সুর নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করেছেন। সঙ্গীতের নতুন উপস্থাপনা করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তৃপ্তি পেয়েছেন।

মাম্মা দে আসল নাম হচ্ছে প্রবোধ চন্দ্র দে। মায়ের নাম ছিল মহামায়া এবং পিতার নাম পুষ্ক চন্দ্র দে। জন্ম গ্রহণ করেন ১ মে, ১৯১৯ সালে কলকাতায় সিমলায়। স্বামী বিবেকানন্দও একই পাড়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মাম্মা দে স্কুল জীবন থেকেই কুস্তি চর্চায় মগ্ন ছিলেন। তখনকার দিনটা ছিল বিপ্লবীদের যুগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পাড়ায় পাড়ায় একটি করে কুস্তির আখড়া তৈরি করেছিল। সিমলা ব্যায়াম সমিতি তৈরি হয়েছিল বিপ্লবীদের হাত ধরে। এই সমিতি তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ এবং তার ভাই বারীন ঘোষ। এই সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে কুস্তি, লাঠি এবং ছুরি খেলা শেখানো হতো। তখন তিনি মাম্মা দে নামে খ্যাতি লাভ করেনি। প্রবোধ দে তখন এই কুস্তি আখ ডায় গিয়ে কুস্তি চর্চা করতেন। লাঠি খেলতেন এবং ছোরা খেলা অভাস করতেন। কুস্তিতে তিনি বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ছিলেন। তিনি দক্ষ কুস্তিগীরও ছিলেন। গোবর গুহ’র কুস্তির আখ ডায় তিনি কুস্তি নিয়মিত অভাস করতেন। গোবর গুহ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে খুব জেদি ছিলেন ছোটবেলায় মাম্মা দে। যেটা জেদ করতেন সেটা শেষ করে তবেই তিনি স্ফান্ত হতেন। এই জেদই তাকে বড় সঙ্গীত শিল্পী হতে সাহায্য করে। সঙ্গীত শিল্পী কবির সুমন মাম্মা দে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে গিয়ে বলেন, মাম্মা দে’র কাঁকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে সঙ্গীত জগতে একটি বিখ্যাত নাম। তিনি

ভাইপোকে দক্ষতার সঙ্গে তামিল দিতে পেরেছিলেন। গান শেখার একটি আখড়া ছিল মাম্মা দে’র। রোজ সকাল বেলায় কারার সঙ্গে তামিল দিতে বসতেন। তাঁর প্রশিক্ষণে মাম্মা দে এতো বড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন।’ মুম্বইতে আসার পর মাম্মা দে শতীন দেব বর্মনের সহচাৰ্য লাভ করেন। প্রায় দিনই রেকর্ডিং থাকার সময়ে মাম্মা দে’র জন্য খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন শতীন কর্তা। শতীন দেব বর্মন মাম্মা দে’কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সঙ্গীতের গায়কী ঢংকে একেবারে নতুন স্টাইলে পরিবেশন করতে ওস্তাদ ছিলেন মাম্মা দে। একই দিনে তিনি যেমন আধুনিক গান গাইতে পারতেন আবার পাশাপাশি তিনি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতও গাইতে পারতেন। সঙ্গীত এর সুর সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারনা করে ফেলেছিলেন মাম্মা দে যা আজরে কোনও শিল্পীরা করতে পারবে না। মাম্মা দে স্বয়ং বলতেন, সঙ্গীত হচ্ছে হৃদয়ের জিনিস। ‘হৃদয় দিয়ে লেখো নাম সেই নাম রয়ে যাবে।’ সঙ্গীতের সুর বের হয়ে আসে অন্তর থেকে। সৃষ্টি করতে হবে অন্তর থেকে। অন্তর থেকে আসবে আপনি সুর তৈরি করে দেবেন যদি সাধনা থাকে। সঙ্গীত সাধনা করতে হবে। অন্তর থেকে বের হয়ে আসা সুরই হচ্ছে আসল সঙ্গীত। মাম্মা দে’র প্রতিটি গান ছিল অন্তর থেকে প্রলন্দি করা সঙ্গীত। যে কোনও গান গাইবার আগে তিনি মনের মধ্যে সুর বেধে নিতেন। অন্তরের অঙ্ক স্ংস্থল থেকে সেই সুরকে

‘...আমি যে জলসাঘরে... ঝনক ঝনক তেরি পায়েল বাজে পায়েলিয়া’

সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেকশর একবার তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন যখন তিনি ‘কসমে ভাদে প্যায়ার ওয়াফা’ গানটি গাইলেন। ‘উপকার’ ছবির গান। লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন – মাম্মাদা আপনার এই গানটি আমাকে আজও সঙ্গীত তৈরি করার অনুপ্রেরণা দেয়। আপনার গলা দিয়ে মেলোডি সুর সব সময় প্রকাশ পায়। আমি যখনই আপনার সঙ্গীত শুনি তখন মনে হয় আমরা সমুদ্রের পাড়ে বসে এখনও নুড়ি কুঁড়াছি। আপনি ভারতীয় সঙ্গীত জগতে আপনি সত্যিই একজন কিংবদন্তি শিল্পী। শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে একবার মাম্মা দে বলেছিলেন, তুমি যদি পপ সঙ্গীত হিসবে খ্যাতি লাভ করতে চাও তাহলে বেশি করে ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত শুনতে হবে। শুধু শুনলে হবে না। চর্চা করতে

হবে। মাম্মা দে ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেও তিনি কিন্তু ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত নিয়মিত শুনতেন। ওয়েস্টার্ন শিল্পী জারি বেলোফোনটে এবং এলভিস প্রেসলির গানও তিনি শুনতেন। বাংলার সঙ্গীত জগতে তিনি সুরকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে বহু কালজয়ী গান গেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে-‘জিদ্দেগী কাইসে হায় পাহেলি।’ রাজেশ খান্নার অভিনীত আনন্দ ছবির গান। তিনি ৩,৫০০ টি গান গেয়েছন ১৮ টি ভারতীয় ভাষায়। মালায়াম, ভোজপুরি, মারাঠি, ওজরাতি, আসামিস, ওড়িয়া, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় গান গেয়েছেন। ১৯৬৯ সালে তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন প্লেব্যাক সিন্গার হিসাবে ‘ঝনক ঝনক তোরি

পায়েল বাজে পায়েলিয়া’ গানের জন্য। ১৯৭১ সালে আবার তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন



বাংলা সিনেমা ‘নিশিপন্ন ছবি’তে সঙ্গীতের জন্য। ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০০৯ সালে তিনি দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ভজন এবং গজল সঙ্গীত গাইতেন। সঙ্গীত শিল্পী

মহম্মদ রফি, তালাদ মেহমুদ, হেমন্ত কুমার, কিশোর কুমার তাঁর কাছে বন্ধু স্বরূপ ছিলেন। মাম্মা

একবার সবাইকে বলেছিলেন, ‘শ্রোতারা আমার গান শোনে। কিন্তু আমি কিন্তু কেবল মাম্মা দে’র গান শুনি। তিনি কী রকমভাবে গান গাইতে চাইছেন সেটা শেখ ার চেষ্টা করি। তার গায়কী ঢংটা একেবারে ভিন্ন ধরনের। মনকে অন্য জগতে পৌঁছে দেয়।’ মাম্মা দে সব সময়ে তার কাকাকে অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করতেন। স্ত্রী সুলোচনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একটি সঙ্গীত আসরে। সেখানে মাম্মা দে এবং স্ত্রী সুলোচনা যৌথভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন। সেই সঙ্গীতের আসর থেকেই স্ত্রী সুলোচনার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। তারপর সুলোচনাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন মাম্মা দে। ১৯৫৩ সালে সুলোচনার সঙ্গে মাম্মা দে’র বিবাহ হয়। ১৯১২ সালে স্ত্রী সুলোচনা পরলোকগমন

করেন। তার এক বছর পরে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান কিংবদন্তি শিল্পী মাম্মা দে। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। কলকাতার স্ক্টিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন মাম্মা দে। টিফিনের সময়ে ক্লাস ঘরের দরজা বন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে টেবিল বাড়িয়ে গান ধরতেন মাম্মা দে। আবার ছুটির সময়ে হেদুয়ার পার্কে বসে গান গাইতেন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে। তখন তবলা হিসাবে কাজ করতো হেডুয়ার বেঞ্চিগুলো। তিনি তবলা বাজাতে পারতেন। তবলা বাজানোতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন বলেই তার গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন বিখ্যাত তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দী। পরে তাঁর ছেলে মাম্মা দে’র গানের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেছিলেন।

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে অসফল ‘গদর দল’

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)
তিনি বহু সময়ে বিপ্লবীদের পরামর্শ দিতেন এবং আর্থিক সাহায্য করতেন। মাম্মা কামা ছিলেন একজন আধ্যাত্মিকবাদে বিশ্বাসী মহিলা। যদিও তিনি আশ্রয় হত্যার (জুন ১৯১১) সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তবুও তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি যা ‘বদে মাতরম’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আদালতে তথ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসের ‘বদে মাতরম’ সংখ্যায় তিনি নাসিকে জ্যাকসন হত্যা (১৯০৯), কলকাতায় প্রধান কনস্টেবল শ্রীশ চক্রবর্তী হত্যা (১৯১১) এবং ডালাইলি স্ক্লেয়ারে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে তাঁর লেখা আদালতের নজর এড়ায়নি। সেখানে লেখা ছিল "Dealing with villains like these, an Indian must throw to the winds all the ordinary rules of warefare..In a meeting or in a bungalow, on the rsailway or in a carriage, in a shop or in a church, in a garden or a fair, whenever an oppertunity comes, Englishmen ought to be killed..The great Nana Sahib understood this, our friends the Bengal have also begun to understand (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73-74)"। মাদাম কামার আর একটি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি ১৯০৭ সালে ১৮ আগস্ট নিজের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরি করে জার্মানির স্টুয়ার্টগার্ড’তে ‘ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট

কনফারেন্স’তে যোগদান করেন এবং সেখানে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আকর্ষণীয় বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে রানাজি এবং কামাকে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয়। সেই সময়ে কৃষ্ণ ভার্মা প্যারিসে ভারতের বিপ্লবী কাজকর্মের দল দেখাতে পাচ্ছিলেন না কারণ তিনি জেনেভাবে নিজের কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ তখনও করেননি। কিন্তু তাঁর ‘ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট’ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সাধারণকর এর তত্ত্বাবধানে (১৯০৯ সাল পর্যন্ত ন্স)। ব্রিটিশপলির ভিভিএস আয়ার সাধারণকরের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। তিনি পিয়াল ভাগ করে পিউরৌরীতে এসে উপস্থিত হলেন মুসলমান ছদ্মবেশ ধারণ করে ১৯১০ সালের অক্টোবর থেকে। ১৯১৪ সালে ভি চট্টোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য জার্মানি চলে গেলেন। এদিকে রাসবিহারী বোস প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বেনারসে রাসবিহারী মিসসির পোখরা ত্যাগ করে হরিশ চন্দ্র ঘাট রোডের নিকটস্থ বাঙালিটোলারেত এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। রাসবিহারী প্রায় সন্ধ্যে মহিলা, পাঠান এবং পাঞ্জাবি ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। যখন বাঙালিটোলারেত বসবাস করছেন রাসবিহারী তখন পুনার তেলগৌও মারায়ী যুবক ভি পিংলে ওসে উপস্থিত হলেন। তিনি সর্মাথ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পিংলে আমেরিকাতে চলে গিয়েছিলেন ১৯১১ সালে পড়াশুনা করতে। দেখা যেনে তিনি গদর দলের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। ২০ নভেম্বর ১৯১৪ সালে ভারতে চলে আসেন গদর দলের একদলীত ভক্ত হয়ে। বর্ত্তমান্থ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে বিপরী সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সত্যেন সেন এবং বিজয় কৃষ্ণ রায়ের। সেই সূর

ধরে পিংলে বাঘা যতীনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং পরে একটি পরিয়গত্র সংগ্রহ করে বেনারসে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিংলে রাসবিহারীকে আশস্ত করলেন যে বহাজার হাজার গদর দল দলের সমর্থকেরা পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হচ্ছে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারাষিত করতে এবং তারপরে আরও কয়েক হাজার গদর দলের সদস্যরা উপস্থিত হবে। রাসবিহারী তখন উচ্চ শিক্ষা স্যন্ডাল এবং পিংলেকে পাঞ্জাবে পাঠালেন সেখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে। ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে গদল দলের সমর্থকেরা পাঞ্জাবে এসেছিলতাহারেরে বিপ্লবী আন্দোলনকে দ্বারাষিত করতে। এদের মধ্যে ছিলেন নবাব খান, মুলা সিং, নিধন সিং, উষম সিং সহ আরও অনেকে। ১৯১৪ সালে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কয়েকটি সশস্ত্র সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও তা নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। ‘গদর যত্ঘতন্ত্র’ ভারতে সফল হতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ ছিল যে উপযুক্ত সেনাপতির অভাব দেখা দিয়েছিল যিনি একবদ্ধভাবে সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালনা করতে পারবেন। গদর দলের নবাব খান, মুলা সিং নিধন অতি সামান্য স্তরের কর্মী ছিলেন। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গদর দলের কর্মীরা বোমা তৈরি করতে পারতো এবং রিভালবার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়নি। ফলে গদর দলের কাজ সাফল্য লাভ করলো না। ফলে সবাই হতাশ হতে থাকলো। ঠিক সেই সময়ে রাসবিহারী পিংলেকে পাঞ্জাবে যাওয়ার কথা বললেন। পিংলে পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হয়েই একটি বৈঠক ডাকলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হল যে বাংলার বিপ্লবীদের সাধামত সাহায্য করবে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অমর সিং, নিধন সিং, কারতার সিং পরমানন্দ এবং কাপুরখালার রাম শরণ দাস। তারপরেও ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে অমৃতসরের বীরপালি ধর্মশালায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কারতার সিং, পরমানন্দ, হরনাম সিং প্রথম, পিংলে, নিধন সিং, বলবন্ত সিং, মুলা সিং এবং অন্যান্যরা। জুডিশিয়াল বেকর্ড থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে, “the revolution was discussed, the looting of treasure ies again mooted, the contribution of money considered, the deduction of troops, the collection of arms, the preparation of decoities brought into prominence” “ Part of the gathering,” the judicial records state further, “ ad-journed” to Sant Gulab Singh’s Dharmasala, where an experimental bomb was made and tried with success, and the proposal originally made by Pingley to bring up a Bengali expert adoptedep (The judgment in the Lahor Conspiracy Case as delivered by A.A. Irvine President and T.P. Ellis and Sheo Narain, Special Commission on September, 13,1915 and Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-12”। (ক্রমশ)

হেরিটেজ বিশ্বনাথ মতিলালদের পূজো



মধ্য কলকাতার বিখ্যাত এলাকা হচ্ছে বহুবাজার। এই বহুবাজার অঞ্চলেই অবস্থিত বিশ্বনাথ মতিলাল লেন। বিশ্বনাথ মতিলাল কোম্পানির সঙ্গে নুনের ব্যবসা করতেন। দুর্গা পিড়ুর বাবু কোম্পানির দুর্গ তৈরি করার ঠিকাদার ছিলেন। তাঁর নামেই রাস্তা তৈরি হয়েছে। দুর্গা পিড়ুর ভায়ে বিশ্বনাথ মতিলাল দুর্গা পূজো বজায় রেখেছিলেন। সেই কারণে এই পূজোর আর একটি নাম বিখ্যাত হয়েছে মতিলালদের বাড়ির দুর্গা পূজো। আগে দুর্গা পূজোকে কেন্দ্র করে বলি দেওয়া হতো। প্রায় নয়টি পশু বলি দেওয়ার রীতি ছিল। সপ্তমিতে চিংড়ি মাছ এবং দশমীতে মেনু ছিল ইলিসের। কিন্তু মতিলালদের বাড়ি ভাঙা পরেনি। তবুও পূজোটা বেশ খানিকটা ফিকে হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্গা পিড়ুর এবং বিশ্বনাথ মতিলাল এর সঙ্গে আত্মীয়তা থাকার ফলে পূজোর আয়োজন খুব জাঁকজমক হয়ে থাকে। মহালয়াতে তেদী পক্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বাড়ির গৃহদেবতা লক্ষ্মীর পূজো শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি দেবীকে বোধন করা হয়। ষষ্ঠীরা দিন রাাতের বেলায় লক্ষ্মীর ঘট দেবীর সামনে বসানোর পালা সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান করে দেবীর ঘট বসে। দে, শ্রুত, মতিলালদের পূজোকে কেন্দ্র করে এলাকা একেবারে জঁজমজট থাকতো। নটবর দে’র বাড়ির দুর্গা হচ্ছে সোনার প্রতিমা। এই প্রতিমাকে প্রতি বছর বের করে নিয়ে এসে পূজো করা হয় তারপর আবার সেটাকে সিন্দুকে তুলে রাখা হয়। তবে বিশ্বনাথ মতিলালদের প্রাচীন পূজো বদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একন আর সেই প্রাচীন পূজো পরিচালনা করার মতো বংশে কেউ না থাকায় পূজো বদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়িটোও বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মাত্র সাত দিনেই চুল পড়া বন্ধ করতে ব্যবহার করুন মেথি

চুল পড়ার সমস্যা নতুন কিছু নয়। বাচ্চা থেকে বুড়ো, সকলেবই এই সমস্যা হয়। এই সমস্যা রুখতে



অনেকেই নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন। নানীদানী শ্যাম্পু, কন্ডিশনার তো রয়েছেন। সেই সঙ্গে হোয়ার প্যাক, হোয়ার স্পা, চুলে তেল দিতেও ভালেন না। এ ছাড়া, ঘরোয়া উপায়ে চুলের যত্ন নেন। তাতেও খুব একটা সুফল পাওয়া যায় না। তবে চুলের এই বিদ্বান থেকে মুক্তি পেতে ভরসা রাখতে পারেন মেথির উপর। চুলের জন্য মেথি নিঃসন্দেহে উপকারী। চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, চুল পড়া এবং খুশকি আটকানো ছাড়াও আরও অনেক উপকারে আসে মেথি। **চুলের যত্নে মেথির উপকারিতা**– মেথি চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায় এবং স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। চুল পড়া আটকাতে মেথি খুব ভালো কাজ করে। খুশকি এবং চুল অকালে পেকে যাওয়াও রোধ করে। এর মধ্যে থাকা প্রোটিন এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড চুলের গোড়া মজবুত করে চুল উজ্জ্বল এবং লম্বা করতে সাহায্য করে। চুলে মাত্র সাত দিন মেথি ব্যবহার

করলেই চোখে পড়বে পার্থক্য। তবে আপনারকে জানতে হবে মেথির সঠিক ব্যবহার। কারণ সঠিক উপায়ে ব্যবহার না করলে কোনও উপকারই পাওয়া যাবে না। **ব্যবহার** – পরিমাণমতো মেথি বীজ সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন ভেজানো মেথি বীজ একেবারে মিহি করে বেটে নিন। স্ক্যান্ন বা মাথার ত্বকে এবং চুলে মেথির এই পেস্টটি ভালো ভাবে লাগিয়ে নিন। আখ ঘণ্টা চলে রাখুন মেথির পেস্ট। তারপর শ্যাম্পু করুন। এছাড়াও, গ্যাসে কড়াই গরম করতে বসান। শুকনো খোলায় নেড়েচেড়ে মেথি বীজ ভেজে নিন। সোনালী রঙ ধরা পর্যন্ত ভাজুন। তারপর ভাজা মেথি ঠান্ডা করে মিল্কিতে গুঁড়িয়ে নিন। নারকেল তেলের সঙ্গে এই মেথি গুঁড়ো মিশিয়ে স্ক্যান্নে ও চুলে ভালো ভাবে

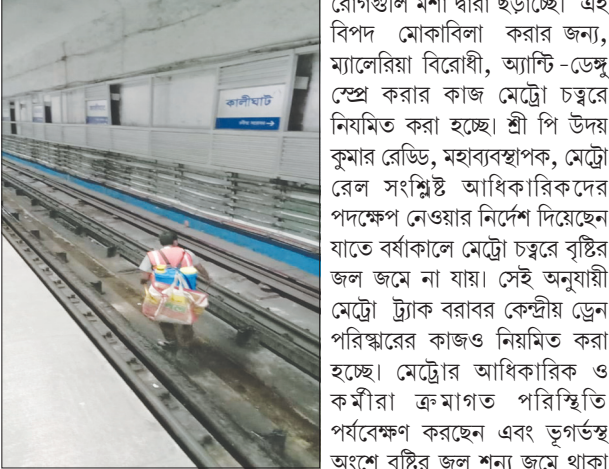
লাগান। এক ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। মেথি বীজ সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। জন্মসহ মেথি খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নামিয়ে নিন। এই জল ঠান্ডা করে চুল খেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। ঢক দইয়ের সঙ্গে মেথি গুঁড়ো মিশিয়ে মাথার ত্বক ও পুরো চুলে লাগাতে হবে ভালো ভাবে। আখ ঘণ্টা পর জল দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। আবার মেথি দানা সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। এই ভাবে ৪৬ সপ্তাহ এই পুরো চক্রটি পুনরাবৃত্তি করুন। তবেই মিলবে কাঙ্খিত ফলাফল! পর পর সাতদিন এইভাবে ব্যবহার করুন। মেথি ব্যবহার করা ছাড়াও, চুল পড়া রোধে বেশ কিছু নিয়মও মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, মানসিক চাপ কমানো, মাইন্ড শ্যাম্পুন ব্যবহার, সময়মতো তেল লাগানো, চুলে হিটস্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহার না করা, হাইড্রেটেড থাকা–এই সব নিয়ম সঠিকভাবে মেনে চললে তবেই চুলের জেল্লা ফিরবে।

পূর্ব রেলের সর্বকালের সেরা মালবাহী কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি

কলকাতা, ৪ জুলাই : পূর্ব রেলের তার মালবাহী লোডিং ১৬.১৯ বৃদ্ধি করেছে। গত বছরের জুন মাসের তুলনায় ২০২৩ সালের জুন মাসের বেশি করেছে। গত বছরের তুলনায় মাসিক মালবাহী ব্যবসার উধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি, এই অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল থেকে জুন) রাজস্ব হয়েছে ১৮৪৫.০১ কোটি টাকা যা ২০২২ সালে অর্জিত হয়েছিল ১৫৮১.৭৩ কোটি টাকা। ২৩ সংশ্লিষ্ট সময়ে মধ্যে। এটি গত বছরের একই সময়ে তুলনায় ১৬.৬৫ বর্ধিত রাজস্ব দেখায়। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী মহাব্যবস্থাপক পূর্ব রেলের মালবাহী লোডিয়ে ক্রমাগত শ্রেষ্ঠত্বের দিকে সমস্ত বাধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সংবেদনশীল করেছেন, পূর্ব রেলের সর্বাঙ্গিক দক্ষতা এবং পারফরম্যান্স উন্নত করতে সব সময় কাজ করছে এবং এর উন্নতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে মেট্রোর বিশেষ উদ্যোগ

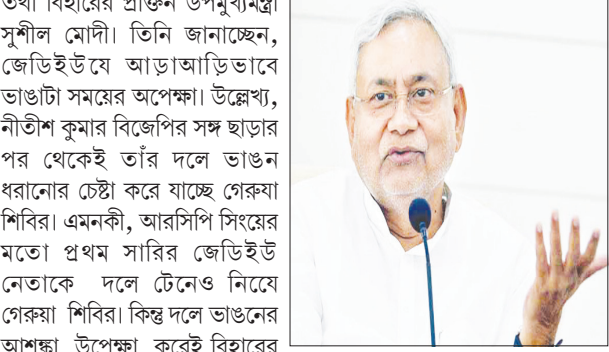
কলকাতা, ৪ জুলাই : কলকাতায় ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে পর্থাণ্ড ব্যবস্থা নিচ্ছে মেট্রো রেল। কলকাতায় বর্ষা শুরু হওয়ায় এই ডেঙ্গের বাহিত



বিপদগুলি মশা দ্বারা হড়াচ্ছে। এই রোগ মোকাবিলা করার জন্য, ম্যালেরিয়া বিরোধী, অ্যান্টি-ডেঙ্গু স্প্রে করার কাজ মেট্রো চত্বরে নিশ্চিত করা হচ্ছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেডিট, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বর্ষাকালে মেট্রো চত্বরে বৃষ্টির জল জমে না যায়। সেই অনুযায়ী মেট্রো ট্রাক বরার কেন্দ্রীয় ড্রেন পরিষ্কারে কাজও নিয়মিত করা হচ্ছে। মেট্রোর আধিকারিক ও কর্মীরা ক্রমাগত পরিস্থিতি পরবক্ষণ করছেন এবং ভূগর্ভস্থ অংশে বৃষ্টির জল জমে থাকা নিশ্চিত করতে নিয়মিত সাম্প্ পরিষ্কার করা হচ্ছে। টানেলের ভিতরে সেন্ট্রাল ড্রেনও পরিষ্কার রাখা হয় যাতে জল নির্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়। ভায়াডাক্টসারফেস সেকশনে ভারী বর্ষণের ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনগুলির যথাযথ পরিষ্কার করাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন স্টেশন চত্বর, ড্রেন, টানেলের ভিতরে, মেট্রো কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এবং তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে লার্ভিসাইড স্প্রে করা হচ্ছে। নোয়াপাড়া, কবি সুভাষ, সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো এবং জোকার মেট্রো কার শেডগুলিতে যেখানে রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি চকিধ ঘণ্টা চালানো হয়, নিয়মিত স্প্রে করার পাশাপাশি ফগিংও করা হচ্ছে। এই অনুশীলনীটি মেট্রো রেল ভবন, আরপিএফ ব্যারাক এবং অন্যান্য অফিস ভবনগুলিতেও অনুসরণ করা হচ্ছে।

ভাঙতে পারে নীতীশ কুমারের দল

পাটনা, ৪ জুলাই : মহারাষ্ট্রের পর এবার বিজেপির নজর পড়ছে বিহারের দিকে। এনসিপির মতোই আড়াআড়িভাবে ভাঙতে পারে নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ। এমনটাই দাবি করছেন বর্ষায়ান বিজেপি নেতা



তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী। তিনি জানাচ্ছেন, জেডিইউয়ে আড়াআড়িভাবে ভাঙটা সময়ের অপেক্ষা উল্লেখ্য, নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার পর থেকেই তাঁর দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে গেরুয়া শিবির। এমনকি, আরসিপি সিয়েরর মতো প্রথম সাহির জেডিইউ নেতাকে দলে টেনেও নিয়ে গেরা়া শিবির। কিন্তু দলে ভাঙনের আশঙ্কা উপেক্ষা করেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী দেশব্যাপী বিরোধী একের সূত্রধর হওয়ার চেষ্টা করছেন। যেই কারণে আরও মরিয়া বিজেপি। সদ্য মহারাষ্ট্রে এনসিপিতে ভাঙনের পর সেই মেডেলেরই নীতীশের দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি ভেঙেলা প্রকাশে সে কথা মেনেও নিচ্ছেন। খোদ বিহার বিজেপির অন্যতম মুখ সুশীল মোদী বলছেন, নীতীশ কুমারের দল যে কোনও দিন ভেঙেও যেতে পারে। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগামী কয়েদিনে সবকিছুই হওয়া সম্ভব। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বলছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে জেডিইউ ১৭টি আসন পেয়েছিল। এবার যা পরিস্থিতি তাতে ওরা ৮১০ টার বেশি আসন পাবে না। সবাই নিজেদের ভবিষ্য্ নিয়ে চিন্তিত। জেডিইউয়ে অন্দরে এখন আতঙ্কের আবহ। বহুত্ব দলে যে ভাঙন ধরতে পারে, সেই আশঙ্কা নীতীশও যে করছেন না, তা নয়। মহারাষ্ট্রে এনসিপিতে ভাঙনের পরই নিজের দলের প্রত্যেক বিধায়ক, সাংসদকে ডেকে আলাদা করে বৈঠক করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। সুশীল মোদী বলছেন, ভয় পেয়ে এই ধরনের পদক্ষেপ করছেন নীতীশ।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

বর্ষায় ত্বকের চাই বাড়তি যত্ন, রইল ৫ ঘণ্টাওয়া ফেসপ্যাকের খবর

গ্রীষ্ম ও শীতে ত্বকের যথাযথ যত্ন নিলেও, বর্ষাকালে আমরা অনেকেই ত্বকের দিকে তেমন নজর দিই না।



কিন্তু এই বর্ষাতেই ত্বকের যত সমস্যা বাড়ে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকে বর্ষায়। এই সময় ত্বকের ঠিক মতো যত্ন না নিলে, ত্বক হয়ে পড়ে রুক্ষ, নিজেজ ও প্রাণহীন। ব্রণ, ফুসকুড়ি ও অ্যালার্জির সমস্যা লেগেই থাকে। বিশেষ করে তৈলাক্ত ত্বক যাদের, বর্ষায় তাঁদের সমস্যা আরও বেশি। বর্ষাকালে ত্বকের প্রয়োজন একটু বেশি যত্ন। এর জন্য আপনার পার্লামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বাড়ি বসেই আপনি ত্বকের যত্ন নিতে পারেন। জেনে নিন বর্ষাকালের উপযুক্ত ৫ ঘরোয়া ফেস প্যাক। ওটস এবং দুই তিন টেবিল চামচ ওটসের সঙ্গে একটি ডিম মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে দুই

টেবিল চামচ টক দই এবং এক চামচ মধুও মেশান ভাল ভাবে। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখুন। তারপরে এই



ফেসপ্যাক আপনার পুরো মুখে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। ওটস মুখের অতিরিক্ত তেল শোষণ করবে এবং ত্বকের পিএইচ লেভেল ঠিক রাখবে। দই ত্বককে উজ্জ্বল ও সফ্টরাখে। **বেসন এবং গোলাপ জল**– এক চামচ বেসনের সঙ্গে সামান্য হলুদ মেশান। এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ও এক চা চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। মুখ ও গলায় লাগান এই পেস্ট। ১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। বেসনে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণাবলী। যা ব্রণ নিরাময় করে এবং ত্বকের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণাবলী। যা ব্রণ নিরাময় করে এবং ত্বকের পরিষ্কার করে জেল্লা ফেরায়। **মধু,**

ল্যাভেভ্ডার এসেনশিয়াল অয়েল এবং টি ট্রি অয়েল– দুই টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে চার টেবিল চামচ ল্যাভেভ্ডার এসেনশিয়াল অয়েল মেশান। এই মিশ্রণে ১–২ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে নিন। পাঁচ মিনিট মিশ্রণটি বসতে দিন। পুরো মুখে সমানভাবে লাগান এই ফেস প্যাক। ১০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। মধুতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য। যা ব্রণ নিরাময়ে সাহায্য করে। ল্যাভেভ্ডার অয়েল ত্বকের জেল্লা ফেরায়, পাশাপাশি ব্রণ এবং ত্বকের অন্যান্য সমস্যা কমায। টি ট্রি অয়েলও ব্রণ সারাতে দারুণ কার্যকর! **চন্দন এবং হলুদ** – এক টেবিল চামচ চন্দন পাউডারের সঙ্গে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। মুখে ও গলায় সমানভাবে লাগান এই ফেসপ্যাক। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। চন্দন ত্বককে প্রশমিত করে এবং ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে। হলুদ ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তোলে। **লেবু এবং মধু** – অর্ধেক লেবুর রসের সঙ্গে দুই চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন। মুখ ভাল ভাবে পরিষ্কার করে, তারপর এই মিশ্রণটি লাগান। ১০ মিনিট পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। মধু ত্বকের পিএইচ ব্যালেন্স ঠিক রাখে।

ধাবায় ঢুকে পড়ল কন্টেনার, পিষে মৃত্যু ১০ জনের জখম আরও ২০



মহারাষ্ট্র, ৪ জুলাই : মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় হাইওয়ের ধারের একটি ধাবার ভিতরে ঢুকে পড়ল কন্টেনার ট্রাক। মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার শিরপুর তালুকায়, মুইই-আগ্রা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। কন্টেনারটি বেশ কয়েকটি গাড়িতেও ধাক্কা মারে ও পরে উল্টে যায়। মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার মলসনার গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রবল গতিতে ছুটে আসছিল ওই ট্রাক। সেটি প্রথমে হাইওয়ের চারটি গাড়িতে ধাক্কা মেরে তার পরে ঢুকে পড়ে হাইওয়ের ধারের একটি ধাবার ভিতরে। দুপুরের এই সময় ধাবার ভিতরে খাওয়া দাওয়া করছিলেন অনেকেই। আবার ধাবার পাশেই বাসস্টপে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন। ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই পিষে যান অন্তত ১০ জন। ২০ জন গুরুতর জখম হয়েনো স্থানীয় এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ট্রাকটি মধ্য প্রদেশ থেকে আসছিল। গন্তব্য ছিল ধুলে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হাইওয়ে ধরে চলা প্রবল গতিতে চলছিল ট্রাকটি। হঠাৎ তার ব্রেক ফেল করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক।

পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ইন্ডিয়া'র চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা ভারতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির পেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দায়ী। অটল প্রতিশ্রুতির সাথে, সিএ দায়বদ্ধতা, সততা এবং স্বচ্ছতার নীতিগুলিকে সমূহর সাথে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগকে এগিয়ে নিয়ে।

জাতিনির্মাণে একজন নিবেদিত অংশীদার হিসেবে, সিএ-এর পূর্ব ভারত আঞ্চলিক পরিষদ ১ জুলাই, ২০২৩-এ ইনস্টিটিউটে ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে আর্থিকনিক ডে ইভেন্টের আয়োজন করার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও উৎসাহ প্রহণ করে। সিএ-এর নেতৃত্বে কর্তৃত্বের আবেগে স্টিউট ইনস্টিটিউট প্রাক্ষণে সিএ পৃষ্ঠাটো উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। দেবায়ান পাত্র, পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান, পূর্ব ভারত আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের সাথে। উদ্বোধনের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল ৭৫টি চারাবোর্ড, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান, একটি বিনিয়োগকারী সচেতনতা কর্মসূচি এবং রক্তদান শিবির।

তিরুবনন্তপুরম, ৪ জুলাই : কেরলের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত। আগামী দু'দিন সারা রাজ্য ব্যাপী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। হৃদকি ও কান্নড় জেলায় এবং কোম্বিকোডে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের ১০টি জেলায় কমলা ও ২টি জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-৭ টি দল রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে। এর্নাকুলাম ও আলাপুঝা জেলায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কাসাংগড় জেলার সব স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবারও ভারী বৃষ্টি হয়েছে কোচিত্তে। জেলা কালেক্টর এনএসকে উমেশ বলেছেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সমস্ত খনির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। দক্ষিণ কন্নড় জেলায় স্কুল ও কলেজ এদিন বন্ধ ছিল। এই অঞ্চলে আতঙ্কিত বৃষ্টির কারণে জেলা কর্তৃপক্ষ ম্যাদালুরু, মুলকি, উল্লাল, মুদবির্ডি এবং রাণ্টিগলের সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করেছে।

ঝাড়খণ্ড বন্থের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৪ জুলাইঃ দক্ষিণ- পূর্ব রেলের খড়গপুর- টাটানগর সেকশনের চিরুগোড়া স্টেশনে আদিবাসী সমাজের ১২ ঘণ্টার ঝাড়খণ্ড বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেন পরিষেবাগুলি নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রিত হবে।
বাতিলকরণ-১২০২২ বারবিল-হাওড়া জন শতাধী এক্সপ্রেস ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ০৮০৭১ / ০৮০৭২ খড়গপুর- টাটানগর- খড়গপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ঃ ১২০২১ হাওড়া- বারবিল জন শতাধী এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে খড়গপুরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। ১৮০৩৩ হাওড়া- খাটসিলা মেমু এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে খড়গপুরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। ১৮০৬৪ খাটসিলা- হাওড়া মেমু এক্সপ্রেস যাত্রা ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে শুরু হবে খড়গপুর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে শুরু হবে। ডাইভার্সন ১৫০২২ গোরক্ষপুর- শালিমার এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হয়েছে ০৩.০৭.২০২৩ তারিখে চান্দিল-আদ্রামেদিনাপুর হয়ে ডাইভািট রুটে চলবে। ২২৯০৫ ওখাশালিমার এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হয়েছে ০২.০৭.২০২৩ তারিখে চান্দিল-আদ্রা - মেদিনাপুর হয়ে ডাইভািট রুটে চলবে। ১২২৬২ হাওড়া- সিএসএমটি (মুন্সাই) দুরন্ত এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে মেদিনীপুর-আদ্রা- চান্ডিল- টাটানগর হয়ে ডাইভািট রুটে চলবে।

পুস্কর খামি -মৌদীর সঙ্গে সাক্ষাত

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং খামি। মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন খামি, মৌদীকে উত্তরাখণ্ড সফরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন খামি। পাশাপাশি মৌদী ও খামির মধ্যে নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। যৌশীমটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে সোমবার গভীর রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পুস্কর সিং খামি। আর মঙ্গলবার দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

Name Change
 I P S BASU, S/O SANKAR BASU, R/O30B BEADON STREET KOLKATA.WB 700006. I HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS)PARTHA SARATHI BASU.P S BASUAND PARTHA SARATHI BASUBOTH ARE SAME & ONE IDENTICAL PERSON. VIDE AFFIDAVIT NO. 8025 DT. 4THJULY, 2023 BY JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS, ALIPORE.

Name Change
 I, MANGAL RUIDAS (old name) S/O DEBEN DAS Presently residing at Vill + PO- Bodra, PS- Bhangar, Baruripur, Pin- 743507, South 24 Pgs. West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MANGAL DAS, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. MANGAL RUIDAS and MANGAL DAS both are same and one identical person.

Name Change
 I, BAPI RUIDAS (old name) S/O MANGAL DAS Presently residing at Vill + PO- Bodra, PS-Bhangar, Baruripur, Pin-743507, South 24 Pgs. West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BAPI DAS, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. BAPI RUIDAS and BAPI DAS both are same and one identical person.

Name Change
 I, SK HASMAT (old name) S/O ASGAR ALI FAKIR Presently residing at -Madari Para, Vetkpeypara, PS-Amta, Dist- Howrah, Dist-711410 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HASMAT ALI FAKIR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. SK HASMAT and HASMAT ALI FAKIR both are same and one identical person.

Name Change
 I, ALAMGIR (old name) S/O MD KHALAK Presently residing at Narayanpur, Dakshinpara, P-O-R Gopalpur, PS- Narayanpur, Bidhannagar-700136 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ALAMGIR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. ALAMGIR and MD ALAMGIR both are same and one identical person.

Name Change
 I, ANKHTARA (old name) W/O MOHAMMAD HASIM Presently residing at 12/20, Old Line, Kamarhati, Barrackpore. Pin-700058 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ARAB TARA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. ANKHTARA and ARAB TARA both are same and one identical person.

Name Change
 I, MD ISHAQ (old name) S/O MD AZIZ Presently residing at Kamarhati Jute Mill, 1 New Line, Kamarhati, North 24 Pgs. 700058 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ISHAQUE, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. MD ISHAQ and MD ISHAQUE both are same and one identical person.

Name Change
 I, SUBRODIP DEY alias SUVRODIP DEY (old name) S/O MANIK CHANDRA DEY Presently residing at 8/10, Girish Bidya Ratan Lane, Narkeldanga, Kolkata- 700011 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBHRODIP DEY, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. SUBRODIP DEY, SUVRODIP DEY and SUBHRODIP DEY both are same and one identical person.

Name Change
 IP HALDER, S/O DIPNARAYAN HALDER, R/O 6/31 C PLT HALDIA,HALDIA TOWNSHIP, HALDIA (M), MEDINIPUR EAST, WB 721607.I HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) PARTHAPRATIM HALDER. PHALDER AND PARTHAPRATIM HALDER BOTH ARE SAME & ONE IDENTICAL PERSON. VIDE AFFIDAVIT NO.8024 DT. 4 TH JULY, 2023 BY JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS,ALIPORE.

Name Change
 I, FATEMA MURTUZA CHAIWALA (old name) W/O MURTUZA CHAIWALA Presently residing at 16/1F, East Topsia Road, PS- Pragati Maidan, Kolkata- 700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FATEMA CHAIWALA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. FATEMA MURTUZA CHAIWALA and FATEMA CHAIWALA both are same and one identical person.

বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ককে কটাক্ষ করলেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ ও ডাবগ্রাম- ফুলবাড়ি এলাকার বিধায়ক এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কি



করেছেন, সাংসদ কেন্দ্র থেকে কোনো টাকা আনতে পারেন নি, সাংসদ ত হবিল থেকেও কিছু করতে পারেন নি এবং বিধায়ক কেবল খগড়া করা ছাড়া ও এদিক ওদিক ছুটে বেড়ানো ছাড়া কি করেছে? কেবল লম্বা লম্বা কথা বলেন তিনি, ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনভাবেই বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ককে কটাক্ষ করলেন শিলিগুড়ির মেয়র সৌতম দেব। মঙ্গলবার দুপুরে রাধাকৃষ্ণপল্লী এলাকা থেকে তিনি প্রচার শুরু করেন এবং ওই এলাকার বিভিন্ন বুথে গিয়ে জনসভা করেন মেয়র।

ভোটের আগে দলীয় পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুলাই : পঞ্চায়েত ভোটের আগে শাসক দলীয় পতাকা কেউ বা কারা ছিঁড়ে ফেলে গতকাল রাতে। জার জেরে মঙ্গলবার সাত সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানার আইহো ছাতিয়ানগাছি কাঠের ব্রিজ এলাকায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানা গেছে গতকাল রাতে কেউ বা কারা শাসক দলের ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । এই নিয়ে ফ্লোত তৃণমূল কংগ্রেসের পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলেছে ও পতাকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়ে হবিবপুর থানার পুলিশকে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে লিখিত অভিযোগ জানা হবে বলে জানান। খবর পেয়ে ঘটনা স্থানে হবিবপুর থানার পুলিশ আসে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লক্ষীর ভাঁড় নিয়ে অভিনব নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিলেন শতাধিক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষীর ভান্ডার। এবারে মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রকল্পকে সামনে রেখে লক্ষীর ভার নিয়ে অভিনব নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিলেন শতাধিক মহিলা। মঙ্গলবার মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতেরে জহুরপুর, খাসপাড়া, মডেল কলোনি সহ একাধিক এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচনী মিছিল। নির্বাচনী মিছিলে শতাধিক মহিলা লক্ষীর ভাঁড় কেউ হাতে নিয়ে আবার কেউ মাথায় নিয়ে অংশ নেন। জানা যায়, যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিন্দ্র খাটুন এবং ১৪ নম্বর আসনের প্রার্থী সবিফুন নিসার সমর্থনে গ্রামের মহিলারা লক্ষীর ভাঁড় নিয়ে এই নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তৃণমূল প্রার্থীরা জানান আজ ঘরে ঘরে লক্ষীর ভান্ডার। তার পাশাপাশি দিকে দিকে উন্নয়ন। তাই মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। তা দেখে বিরোধী প্রার্থীরা ভয়া পেয়েছে। তাই ভোটের মুখে স্থানীয় কংগ্রেস প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা বিলি করছে। তবে যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রার্থীরা।

পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনে চালু হল বন্দে ভারত কোচ রেস্টুরেন্ট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুলাই : বদেভারত ট্রেনের অদলে এবারে পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনে চালু হল বন্দে ভারত কোচ রেস্টুরেন্ট। আমিষ ও নিরামিষ খাবারের সমভার নিয়ে এই রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার দুপুরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন কাঁচিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম মিস্তার প্রশান্ত কুমার পি, এছাড়াও ছিলেন পুরাতন মালদা কোর্ট স্টেশনের মানেজার প্রদীপ কুমার রায় সহ অন্যান্য রেলওয়ে অধিকারিক ও কর্মীরা। তবে সপ্তাহের প্রতিদিন এই রেস্টুরেন্ট খোলা থাকবে। এই রেস্টুরেন্টের স্পেশাল নিরামিষ থালি ও মটন হান্ডি। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই মনোরম রেস্টুরেন্টে রেল যাত্রী ও স্থানীয়ার খাবার খেয়ে উপভোগ করতে পারবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে একাধিক সেকশনে ভিক্তাডোম পরিষেবা চালু

মালিগাঁও, ৪ জুলাই : ভারতীয় রেল কয়েক বছর আগে ভিক্তাডোম কোচ চালু করার সময় দেশে ট্রেন যাত্রার নতুন সম্ভাা দিয়েছে। ভিক্তাডোম কোচগুলিকে যাত্রার ৬৬০-ডিগ্রি ভাঁড় প্রদান করে কারণ কোচগুলি বিশাল কাঁচের জানালা এবং ছাদ সহ যাত্রীদের জন্য অমর্যের সময় অমূল্য প্রকৃতির শ্বাসরুদ্ধকর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে তাদের একটি নির্বিড অমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এছাড়াও এই ভিক্তাডোম কোচগুলিতে অত্যধুনিক যাত্রী সুবিধাও রয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও পিছিয়ে থাকে নেই। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও-তে প্রথম ভিক্তাডোম পরিষেবা ২৮ আগস্ট, ২০২১-এ ০২টি সেকশনে চালু করা হয়, যেমন, গুয়াহাটী-নিউ হাফলং এবং নিউ জলপাইগুড়ি- আলিপুর্নদুয়ার। উত্তর-পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাচ্যহের জন্য এই



কটে এই দুটি পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। এই ধরনের বিশ্বমানের পরিষেবার প্রবর্তন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় অঞ্চলের পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। উভয় অঞ্চলের অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পকে আরও অধিক উন্নীত করা যেতে পারে। ভিক্তাডোমের প্রবর্তন স্থানীয় অংশ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছে। অতুলনীয় সুবিধার কথা মাথায় রেখে, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলের অনাবিস্কৃত পর্যটন এলাকাগুলিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আগরতলা-জিরিবাম, গুয়াহাটী-নাহরলগুন এবং সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়ার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা আরও ভিক্তাডোম কোচ চালু করা হয়েছে। কুলিক এন্ডপ্রেস নামে আরও একটি ট্রেন সম্প্রতি একটি ভিক্তাডোম কোচ প্রদান করা হয়েছে। পর্যটন শিল্প শুধু রাজস্ব এবং নতুন কাজের সুযোগই তৈরি করে না বরং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নও বাড়ায়। স্থানীয়দের অর্থনৈতিক মান অত্যন্ত উপকৃত হয় এবং ভিক্তাডোম কোচগুলি আরও পর্যটনের প্রচার এবং আকর্ষণ করার জন্য একটি আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করে কারণ উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-বঙ্গ উভয় অঞ্চলেই এমন অদেখা জয়গা রয়েছে যেগুলি একজন পর্যটক কেবল স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং বেলেই হলে দেশের পরিবহনের সবচেয়ে সংযুক্ত মাধ্যম যা অদেখা সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করতে সাহায্য করে।

নদীয়ায় দলীয় প্রার্থীর ফ্লেক্স ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এলাকায়, পথ অবরোধ বিজেপির



গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ জুলাই : সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, আর হাতে মাত্র চারটে দিন বাকি, আর তাই আগে নদীয়ায় নবদীপ ব্লক ও কৃষ্ণনগরে প্রার্থীর প্রচারের ফ্লেক্স ও দলীয় পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ – তৃণমূল, বিজেপির একে অপরের বিরুদ্ধে, আর যা নিয়ে গোটা এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার কৃষ্ণ নগরের ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন কালিপূর এলাকার অন্তর্গত ১৮০ নান্দার বুথে বিজেপির ফ্লেক্স, ব্যানার, ফেস্টুন এবং বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে, তৃণমূল আশ্রিত দৃষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৮০ নান্দার ওয়ার্ডের বিজেপির বেশ কিছু কর্মী সমর্থকেরা, খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর বাদকুল্লা মোড়ে পথ অবরোধ করে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে যায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ প্রশাসন। আর এই বিষয়ে 2P ২৬- এর নদীয়া জেলার জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণা সেন বলেন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের গুস্তা বাহিনী সাধারণ মানুষের মধ্যে চাপা সন্ত্রাস তৈরীর চেষ্টা করছে, সাধারণ মানুষ এবার চোরাদের আর ক্ষমতায় আনবে না, মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার বিজেপিকেই সুযোগ দেবে তাই তৃণমূলের তরফে এই নোংরা কাজ করছে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই ও অবিলম্বে ঘটনার সাথে জরিতদের শাস্তির দাবীও জানাই। পাশাপাশি প্রায় একই ঘটনা ঘটে নবদীপ ব্লকের CMCB এলাকায়, সেখানে ১৮২ নং গ্রাম সভর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর প্রচারে একটি ফ্লেক্স ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। সেখানে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নবদীপ থানার পুলিশ প্রশাসন। তৃণমূলের অভিযোগ রয়েছে অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দৃষ্কৃতিরাই মদ্যপ অবস্থায় তাদের প্রার্থীর প্রচারে এই ফ্লেক্স টি ছিঁড়েছে, যদিও তৃণমূলের তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি 2P ২৬ এর মন্ডল সভাপতি, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন এলাকায় তৃণমূল তাভব চালায় ওদপুর ব্যানার ওরাই ছেরে আর আমাদের নামে দোষ দেয়, তৃণমূল এমন নোংরা রাজনীতি করি না। উল্লেখ্য গত রবিবার ওই এলাকায় সিপিএমের অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস ভাংচুর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল - বিজেপির বিরুদ্ধে, আর এবার শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ। সব মিলিয়ে নির্বাচনের একদম দোরগোড়ায় এসে এই ধরনের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক তরঙ্গ যে কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবার আক্রান্ত শৈশব, বোমা ফেটে জখম দুই শিশুসহ ৪

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বোমা বন্দুকের কারখানায় পরিণত দিনহাটার বিস্তীর্ণ এলাকা। ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই পরপর খবরের শিরোনাম ধরে রেখেছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমা। মঙ্গলবার আবারোও বোমার শব্দে কেঁপে উঠল দিনহাটা। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা থানার অন্তর্গত গোসানিমারির ২ নং গ্রাম

কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায় বলেন – বিরোধীরা দিনহাটা কে বোম বন্দুকের কারখানায় পরিণত করেছে এবং বিজেপি আশ্রিত দৃষ্কৃতীরা এই ব্যক্তির কাছ থেকে বোমা কিনে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তির বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নয় বলে আমরা স্থানীয় সূত্রে জানতে পেরেছি তেবে প্রায়শই রাতে বিজেপির দৃষ্কৃতীরা সেখান থেকে এসে বোমা কিনে নিয়ে যান। যদিও এই প্রসঙ্গে শাসক দলকে বিঁধেছেন বিজেপি নেতৃ ভ্ব। দিনহাটার বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন – এই মূহূর্তে পুরো রাজ্যে তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মীরা বোমা বাধার কাজে ব্যস্ত। তিনি আরো

বলেন এই বোমা বাঁধতে গিয়ে গোটা রাজ্যে প্রচুর মানুষের প্রাণ গেছে। সবকিছু জানার পরেও

পুলিশ প্রশাসন নিশ্চুপ। আর সে কারণেই তারা উৎসাহ পেয়ে আরও বেশি করে বোমা তৈরি করছে এলাকায় সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন কিভাবে ভোট লুট করবে সেই ধারণাটাই এসব প্রস্তুতি। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত

হয় দিনহাটা থানার পুলিশ এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে ঘটনার স্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু চকলেট। বহু বিজেপি আশ্রিত প্রাথমিক সূত্রে অনুমান করা যাচ্ছে বোমা বাঁধতে গিয়েই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে যদিও এই নিয়ে পুলিশ প্রশাসন এখনো মুখ খোলেনি। প্রশ্ন উঠছে, কেন এত বোমা বন্দুক কোথা থেকেই বা আসছে কেন প্রশাসনের কাছে খবর নেই ? ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গেছে দিনহাটায় কিন্তু যেভাবে প্রতিদিন সন্ত্রাসের আঁতুঘরে পরিণত হচ্ছে দিনহাটা তাত কি সত্যি সুষ্ট সবল নির্বাচন আদৌ সম্ভব প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ।

মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুলাই : বিভাজনের রাজনীতির খেলায় মেতেছে বিজেপি। ওরা চাইছে তৃণমূলের ভোট ভাগ হয়ে যাক। তাহলে ওরা সুবিধা করতে পারবে। তারজন্য কংগ্রেস এবং সিপিএমকে ব্যবহার করছে বিজেপি। আসলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এখনও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওদের। তাই এখন তৃণমূলের ভোট ভাগ করতে মরিয়া বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেলে ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানপাড়া এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে গিয়েই বিরোধীদের নেতৃ ভ্বদের এভাবেই তু লোশনা করবেন রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থী লিপিকা বর্মন যোষের সমর্থনেও প্রচার চালান মন্ত্রী। এছাড়াও অন্যান্য প্রার্থীদের সমর্থনের জনসভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিনের তৃণমূলের এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের জেলার চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের প্রার্থী লিপিকা।

বর্মন যোষ, প্রতিভা সিংহ, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার প্রমুখ। তবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য শুরুতেই ব্যাপক বৃষ্টি নেমে যায়। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই বেশ কিছুক্ষণ দলে দলে তৃণমূলের কর্মী, সমর্থকরা ফাঁকা মাঠে দাড়িয়ে মন্ত্রীর জনসভার বক্তব্য শোনেন। যদিও বৃষ্টির জন্য বেশিক্ষণ নিজের বক্তব্য রাখেন নি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যেও এত মানুষ মাঠে দাড়িয়ে আমার বক্তব্য শুনছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছে মানুষ।

আজমের ওপর কেন হামলা? প্রসঙ্গত, গত ২০২১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অত্থান বাড়ি থেকে ফেরার পথে খুন হয় যুব তৃণমূল কর্মী তথা দেবশালা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বক্সীর ছেলে চঞ্চল বক্সী। সে আউশগ্রামের গেড়াইয়ে দলের কার্যকরী ব্লক সভাপতি লালন শেখের অন্ত্যাহ বাড়ি থেকে তার বাবাকে নিয়ে বাইকে করে ফিরছিল। ওইসময় মাঝপথে দৃষ্কৃতীরা গুলি ছেলে তৃণমূলের দেবশালা পঞ্চায়েতের সদস্য মনির হেসেন, বিশ্বরূপ মন্ডল নামে অপরজন দেবশালা অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি হিমাংশু মন্ডলের ছেলে। ঘটনার পরই তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে জামিনে ছাড়া পায় ওই তিনজন। তারপর থেকেই এলাকায় চাপা ফোর্স পৌঁছায় এলাকায়। প্রশ্ন,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুলাই : আম পাড়তে গিয়ে পোল্ট্রি ফার্মে লাগানো ইলেকট্রিক তারের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংলিশ বাজার থানার কাজী গ্রাম অঞ্চলের মানিকপুর এলাকায়। জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম বিজয় মন্ডল। বাড়ি সংশ্লিষ্ট লাগাতেই। পরিবার এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আম বাগানে আম পাড়তে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় আমবাগান সংলগ্ন পোল্ট্রি ফার্মের চারিদিকে লাগানো ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি । এরপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় মোকের ছয়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

রাজ্যপাল ও শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ মদনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুরে জলেশ গেস্ট হাউসে ব্রেক ফাস্ট সেরে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শৈব তীর্থক্ষেত্র ময়নাগুড়ি জলেশ মন্দিরে পূজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে প্রচার শুরু করেন কামার হাটির বিধায়ক মদন মিত্র। এদিন লাল পাঞ্জাবী কালো কুঁর্তা পরে প্রচারে নামেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। শুভেন্দু হল চোরের রাজ্য। ও যেখানে যায় সেখানেই চুরি হয়। উনি বলেন এখানে এসে দেখলাম তৃণমূল খুব ভালোভাবে জিতে যাবে।

২৫-৭৫ এর ভাগাভাগি ছিল, নদীয়ায় এসে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ জুলাই : ২৫ হাজার কোটি ইনকাম করলে ২০ হাজার কোটি যেতো দিদির ঘরে, ২৫-৭৫ এর ভাগাভাগি ছিল। একথা ফাঁস হলে দিদিও গারদে যাবেন। তাইতো এখনো অনুরতর গুনোগান গাইছেন দিদি। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরতকে ক্লিন নটিচ দেওয়া প্রসঙ্গে টেনে নদীয়ার সভ থেকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর। মঙ্গলবার নদীয়ার শান্তিপুর থানার

ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্রের মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আসেন বিরোধী দলনেতা। সেখানে প্রথমেই তিনি দলীয় প্রার্থীদের জয় লাভের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানান। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিনহাটায় বিস্ফোরণের প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন গোটা রাজ্য এখন বারুদের স্থূপে পরিণত হয়েছে। এদিন ধূপগুন্ডিতে একজনকে গুলি করে মারা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অনুরত মণ্ডল একা টাকা খাইনি। সেই টাকা পৌঁছে যেত কালীঘাটে। ২৫,৭৫ এর ভাগাভাগি ছিল তাদের মধ্যে। এখন যদি অনুরত মণ্ডল মুখ ফেেসকে সব বলে দেয় তাহলে দিদিও গারদে যাবে। সেই কারণেই তার গুনগান গাইছেন মমতা। পাশাপাশি সিপিএমকেও তীব্র আক্রমণ করে বলে, মোঃ সেলিম অভিযোগ তালেন ১৪ বছর আগে শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়ে সিপিএম নেতাদের খুন করা হতো। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন মোঃ সেলিম হচ্ছে তৃণমূলের দালাল।

সং কৌতুক ভোটরদের বিনোদনে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : গাজনের মেলায় সন্ত সাজার ধূম দেখা যায়। কৌতুক বিনোদনে এদের জুড়ি মেলা ভার। সং সেজে নেচে গেয়ে গৌতম মণ্ডল, পরেশ চট্টরাজ, বাপি কর্মকার। পরুল্লা রায় মহিলা সেজে মানুষকে বিনোদন দেন। ভোটের সময় কাঁর্ণহারে দাসকল গ্রামে হরিনাম সংকীর্তনের ধুলোটে অভিনব সন্ত দেখে সবাই হেসে লুটোপুটি। এই সন্ত মনে করিয়ে দেয় দাদা ঠাকুরের বিখ্যাত গান-- ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়। মাছ কুটলে মুড়ো দেব, গাই বিয়ালে দুধ দেব, দুধ খাবার বাটি দেব, সুদ দিলে টাকা দেব যার কপালে আমার ভোট দিয়ে যা। ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়।। এদিন অবশ্য সং একই চণ্ডে গান শোনা যায়- তিহার জেলে, কেষ্টদা মশার কামড়ে। কেষ্টদাদা কোথায় গেল তোমার গুড বাতাস। কোথায় গেল। ভোটার পাতে বেগুন পোড়া। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। দুয়ারে দুয়ারে দুনীতি।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/109/23-24 Name of the work: Installation of Air Conditioning Machine and Wall Fan at ground floor of Ichchapuran Community Hall in Ward No.-107, BR-XII. Estimated amount: ₹ 4,28,404.43. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 20 days. Last date and time of completion of bid: 15.07.2023 up to 3 p.m. The bid forms and other details are available on and from 30.06.2023 from 2 p.m. The website: https://etender.wb.nic.in	NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/133 Name of the work: Temporary lighting arrangement at Alipore Road, Raja Santosh Road, Gopal Nagar Road, Park Road and others areas for Muharram Festival in Ward No.-74. Estimated amount: ₹ 1,48,830.00. Earnest money: ₹ 3,000.00. Period of completion: 3 days. Last date and time of completion of bid: 12.07.2023 up to 2 p.m. Tender opening date: 13.07.2023 at 2 p.m. The bid forms and other details are available on and from 30.06.2023 from 2 p.m. The website: https://etender.wb.nic.in
(3) NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/13 Name of the work: Replacement of unserviceable HPSV fitting by LED fittings at Janata Road, Eastern Park etc. areas in Ward No.-104, BR-XI. Estimated amount: ₹ 2,49,944.22. Earnest money: ₹ 5,000.00. Period of completion: 30 days.	The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : LTG/95/48/VI-II/23-24 Name of the work: Installation of lighting system with allied electrical works at Raja Rammohan Sarani, College Street and other places in Ward No.-48. Estimated amount: ₹ 4,99,943.00. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 15.07.2023 up to 1 p.m. The bid forms and other details are available on and from 04.07.2023 at 6 p.m.
(3) NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/14 Name of the work: Supply and delivery of LED street light fittings at Patowari Para, Sishu Rabi etc. areas in Ward No.-104 under BR-XI. Estimated amount: ₹ 1,98,298.00. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 15.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from 07.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 2 & 3). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).	(2) NIT No. : KMC/LTG/53/55/VI-II/23-24 Name of the work: Repairing of lighting system arrangement at different areas in Ward No.-55. Estimated amount: ₹ 1,99,440.86. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 15 days.
(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/73-23-24 Name of the work: Repairing and replacement of LED fittings & Pole at Barisha, Purbapara, Markel Bagan, Bakulbithi and other areas in Ward No.-124. Estimated amount: ₹ 1,96,992.00. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 12 days.	(4) NIT No. : KMC/LTG/63/55/VI-II/23-24 Name of the work: Installation of new street lights at different paces in Ward No.-55. Estimated amount: ₹ 4,99,214.03. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 15.07.2023 up to 4 p.m. (For Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from 05.07.2023 (4 p.m.) (For Sl. No. 2 to 4). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).
(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/10/23-24 Name of the work: Improvement of street lighting system by energy efficient LED fittings at Swarniji Abasan, Fakir Danga, Aurobindanagar-1, Uttarpara and other different no light areas in Ward No.-30. Estimated amount: ₹ 4,94,148.00. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 25 days. Last date and time of submission of bid: 15.07.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 05.07.2023 (6 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).	The Executive Engineer (Electrical), Lighting (Crematorium), KMC invites percentage rate tender online in two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/LTG/CRM/DHC/01/2023-24 Name of the work: Renovation of electric furnaces no. 1 and 2 and their allied APC system at Dhapa Human Crematorium (New). Estimated amount: ₹ 4,79,804.00. Earnest money: ₹ 9,600.00. Period of contract: 12 days.
(2) NIT No. : KMC/LTG/CRM/DEC/01/2023-24 Name of the work: Renovation of electric furnace no. 1 and allied works at Dhapa Crematorium for unclaimed dead bodies. Estimated amount: ₹ 2,98,203.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of contract: 6 days.	(2) NIT No. : KMC/LTG/CRM/DEC/01/2023-24 Name of the work: Renovation of electric furnace no. 1 and allied works at Dhapa Crematorium for unclaimed dead bodies. Estimated amount: ₹ 2,98,203.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of contract: 6 days.
The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : LTG/84/WD-30/BR-II/Z-1/23-24 Name of the work: Improvement work of street lighting system by LED lights at Sir Gurudas Road, CIT Scheme VI M & different places in Ward No.-30. Estimated amount: ₹ 1,98,432.63. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 30 days. Last date & time of submission of bid: 14.07.2023 (12 noon). The bid forms and other details are available on & from 01.07.2023 (5 p.m.).	(3) NIT No. : KMC/LTG/CRM/DE/01/2023-24 Name of the work: Renovation of electric furnace no. 5 along with patch work, replacement of damaged heating coils, trolley, furnace gate etc. at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 3,38,025.59. Earnest money: ₹ 6,800.00. Period of completion: 15 days. Last date of submission of bid: 19.07.2023 at 4 p.m. The bid forms and other details are available on amd from 06.07.2023 at 4 p.m. The website: https://etender.wb.nic.in (379/23-24)
The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:	The Director General (Electrical), KMC invites e-tender by two bid system for the following work: NIT No. : KMC/LTG/51/INST/55/VI-II/23-24 Name of the work: Replacement of old HPSV light fitting by energy efficient LED lighting fitting at 6A Convent Road in Ward No.-55, BR-VI. KMC. Estimated amount: ₹ 3,38,025.59. Earnest money: ₹ 6,800.00. Period of completion: 15 days. Last date of submission of bid: 19.07.2023 at 4 p.m. The bid forms and other details are available on amd from 06.07.2023 at 4 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

